মিত্রবিলাপ

ও

অন্যান্য কবিতাবলী।

৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্. এ., বি. এল.,

বিরচিত।

অষ্টম সংস্করণ।

(পুনর্মুদ্রিত)

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, কিবা বল চাতকীর
ধারাজল বিনা কভু ঘুচে কি তৃষা?
নিধু।

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
20, CORNWALLIS STREET.
1895.

উৎসর্গ।

কবিতাকুসুম-মালা গাঁথিয়া যতনে
দিলাম মা বঙ্গভাষা তোমার চরণে।
আমি মা অকৃতি অতি, জ্ঞানহীন মূঢ়মতি,
তব যোগ্য উপহার দিব মা কেমনে!
যেমন শকতি ছিল, তনয় মা তাই দিল,
ভুলি নাই তোমায় মা, এই ভাব মনে।
পশিয়া "যৌবনোদ্যানে," ফুল তুলি স্থানে স্থানে,
অর্পিয়াছি তব পদে; আছে কি স্মরণে?
আবার গাঁথিয়া মালা, পূরিয়া পূজার ডালা,
আসিয়াছে নন্দন মা তোমার সদনে।

কটক
১৯ মে, ১৮৬৯

শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

মিত্রবিলাপ কাব্য।

(গীতধ্বনি)

১ সুধাময় গীত উঠি পবন-বাহনে
রাগিণী জীবনজায়া, সঙ্গে যেন দেহ ছায়া,
ভ্রমিছে গগনে।
সহচর তাল মান লয়
রঙ্গে ভঙ্গে মন হরি লয়,
বিমোহিত করি চিত সুখের স্বপনে।

২ কেন স্মৃতি দেখাইছ সে স্বপন আর,
সে আনন পড়ে মনে, দেখি, হায়, পরক্ষণে,
সকলি আঁধার!

(উষাকালে)

১

দেখিলাম সখারে স্বপনে ;
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, কুমুদে কৌমুদীরাশি,
হেরি সুখ নাহি ধরে মনে ;
প্রণয় বচন তার, ঢালে কর্ণে সুধাধার,
শিহরে পুলকে কায়া সে কর-স্পর্শনে ;
উল্লাসে সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার ;
একি উষা, দিলে তুমি আমায় আঁধার ?

২

সুবিমল আলোক বসনে
উঠিয়া উদয়াচলে, তুমি উষা রূপবলে,
রত সদা তিমির হরণে।
তোমার মুখের ভাতি, হেরিয়া পলায় রাতি
গিরির গহ্বরে কিংবা নিবিড় কাননে ;
চির দিন কর তুমি তমোনিবারণ ;
বিরুদ্ধ স্বভাব আজি দেখি কি কারণ ?

৩

যাহার যা আপন আপন
করি সবে জাগরিত, মায়াবলে আচম্বিত,
প্রতি জনে কর প্রত্যর্পণ।

পতিব্রতা পায় পতি, সতীব্রত পায় সতী,
যাতে যার থাকে মতি পায় সর্ব্বজন।
আমার আপন কেন সহসা হরিলে?
অকলঙ্ক নামে কেন কলঙ্ক করিলে?

৪

হায় উষা পড়ে কি না মনে,
আসি যবে দ্রুতগতি, উঁকি তুমি দিতে সতি,
ধরাপানে উদয় গগনে,
বহুদিন গত নয়, দেখিতে যুবকদ্বয়,
সুমন্দ সমীর সেবি নিযুক্ত ভ্রমণে;
পরস্পর আলাপনে সুখের নির্ঝর
আনন হইতে যেন ঝরে নিরন্তর।

৫

আজি হের এক জনে তার,
কোথা গেছে প্রফুল্লতা, অন্ধকারে বিদ্যুল্লতা;
সে আননে ঘটেছে বিকার,—
যেন একবৃন্তস্থিত, দিন শেষে শুষ্ক চিত,
একটী কুসুম মাত্র বিহনে সখার;
কেন রে বিকট কাল না গিলি আমারে?
থাকিব না হেরি মিত্রে কেমনে সংসারে?

৬

উভয়ের এক মন ছিল,
ভিন্ন মাত্র কলেবর, যথা এক দিনকর,
শোভা করে বিভিন্ন সলিল;

(উষাকালে)

১

দেখিলাম সখারে স্বপনে ;
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, কুমুদে কৌমুদীরাশি,
হেরি সুখ নাহি ধরে মনে ;
প্রণয় বচন তার, ঢালে কর্ণে সুধাধার,
শিহরে পুলকে কায়া সে কর-স্পর্শনে ;
উল্লাসে সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার ;
একি উষা, দিলে তুমি আমায় আঁধার ?

২

সুবিমল আলোক বসনে
উঠিয়া উদয়াচলে, তুমি উষা রূপবলে,
রত সদা তিমির হরণে।
তোমার মুখের ভাতি, হেরিয়া পলায় রাতি
গিরির গহ্বরে কিংবা নিবিড় কাননে ;
চির দিন কর তুমি তমোনিবারণ ;
বিরুদ্ধ স্বভাব আজি দেখি কি কারণ ?

৩

যাহার যা আপন আপন
করি সবে জাগরিত, মায়াবলে আচম্বিত,
প্রতি জনে কর প্রত্যর্পণ।

পতিব্রতা পায় পতি, সতীব্রত পায় সতী,
যাতে যার থাকে মতি পায় সর্ব্বজন।
আমার আপন কেন সহসা হরিলে?
অকলঙ্ক নামে কেন কলঙ্ক করিলে?

৪

(হায় উষা পড়ে কি না মনে,
আসি যবে দ্রুতগতি, উকি তুমি দিতে সতি,
ধরাপানে উদয় গগনে,
বহুদিন গত নয়, দেখিতে যুবকদ্বয়,
সুমন্দ সমীর সেবি নিযুক্ত ভ্রমণে;
পরস্পর আলাপনে সুখের নির্ঝর
আনন হইতে যেন ঝরে নিরন্তর।)

৫

(আজি হের এক জনে তার,
কোথা গেছে প্রফুল্লতা, অন্ধকারে বিহ্বলতা;
সে আননে ঘটেছে বিকার,—
যেন একবৃন্তস্থিত, দিন শেষে শুষ্ক চিত,
একটী কুসুম মাত্র বিহনে সথার;
কেন রে বিকট কাল না নিলি আমারে?
থাকিব না হেরি মিত্রে কেমনে সংসারে?)

৬

উভয়ের এক মন ছিল,
ভিন্ন মাত্র কলেবর, যথা এক দিনকর,
শোভা করে বিভিন্ন সলিল;

মুহূর্ত্তেক না হেরিয়া, বিকল হইত হিয়া,
নয়ন আড়ালে কেহ নহে এক তিল ;
এখনও চুম্বক-চিত্ত ধাইছে আমার,
সে মেরুর পানে, সদা বেগে অনিবার।

৭

দুই পথে বন্ধুর মিলন,
নিদ্রায় মগন যবে, স্বপনে দর্শন তবে,
মৃত্যুসনে অথবা গমন ;
সদা ইচ্ছা নিদ্রা যাই, বন্ধুরে দেখিতে পাই,
দিনের আলোকে যেন পুড়ি যায় মন ;
মহানিদ্রা হোক নিদ্রা শয়নে বাসনা,
কেন জাগাইয়া ঊষা বাড়াও যন্ত্রণা ?

৮

প্রিয়চন্দ্র গেছে অস্তাচলে,
শোকে প্রাণ-কুমুদিনী, কেন না হবে মলিনী
না ভাসিবে নয়নের জলে ?
সদা মন চাহে যারে, লুকায়ে সে অন্ধকারে,
কে তারে আনিতে পারে, বলে কি কৌশলে ?
বন্ধুরে ঘেরিয়া আছে যে ঘোর আঁধার,
সেথানে নাহিক ঊষা তব অধিকার।

(মধ্যাহ্ন সময়ে)

১

ওই যে গগন মাঝে বসি দিনকর,
আগুনের কণা, অথবা যন্ত্রণা,
বর্ষে হেন নিরন্তর ;
মাটি ফাটে দাপে, প্রচণ্ড প্রতাপে ;
নেত্র ভয়ে কাঁপে, কিরণ বাণে।
পথিক সকলে, জ্বলি তাপানলে,
গিয়া তরুতলে বাঁচিছে প্রাণে।

২

কিন্তু কতক্ষণ রবি এই ভাব রবে ?
দুঃখে ক্ষীণকরে, তিমির সাগরে,
ডুবিতে সত্বরে হবে ;
প্রতাপ লুকাবে, কোথা চলি যাবে,
খুঁজিয়া না পাবে কেহ তোমারে ;
আঁধার হইতে, আসি অবনীতে,
হইবে যাইতে পুনঃ আঁধারে।

৩

(আমাদেরো এ সংসারে এইরূপ গতি
তিমিরে জন্মিয়া, ক্ষণেক ঘুরিয়া,
পুনশ্চ তিমিরে গতি ;
ভূত ভবিষ্যৎ, অন্ধকারবৎ,
সংসারে যাবৎ, উল্কা সমান ;
কোথা হতে আসি বর্ত্তমানে ভাসি,
পশি তমোরাশি, কোথা প্রস্থান।)

৪

কিন্তু রবি আছে তব নির্দ্দিষ্ট সময়,
অকালে তোমারে, ডুবাতে না পারে,
অন্ধকার ভয়-ময় ;
প্রিয়বন্ধু হায়, মধ্যাহ্নে তোমায়,
হরিল হেলায়, দুরন্ত কাল ;
কুসুম যৌবন, ফুটিল যখন,
অমনি তখন ভাঙ্গিল ডাল।

৫

পুনরায় দেখা তুমি দিবে দিবাপতি ;
তিমির ভেদিয়া, পূর্ব্ব দিকে গিয়া,
উঠিবে বিচিত্র গতি।
ভবনদী তীরে, কিন্তু কেবা ফিরে,
শমন মন্দিরে, গেছে যে জন ?
কৃতান্ত দুরন্ত, কেবা বলবন্ত,
করে তার অন্ত, দিনরতন ?

৬

অরে রে বিকট কাল একি তোর রীতি ?
যেই দীপ জ্বলে, নিশ্বাসের বলে,
নিবাইতে তোর প্রীতি।
যে নিশা-রতনে, চাহে সর্ব্বজনে,
মেঘ-আবরণে, ঢাকিস্ তারে ;
যে তরু আশ্রয়, করে জীবচয়,
তাতে কেন হয়, তোর হিংসা রে ?

৭

এই যে সম্মুখে কুঞ্জ শোভে মনোহর,
তপনের তাপে, তনু যবে তাপে,
পশি ধরি বন্ধুকর,
ছায়ার আশ্রয়ে, বসিয়া উভয়ে,
মন-কথা ক'য়ে, কাটাই কাল ;
সে দিন কি আর, ফিরিবে আমার,
ছিঁড়িব হিয়ার যন্ত্রণা-জাল ?

৮

অসহায় একেশ্বর সংসার সাগরে
ভাসি নিরন্তর, তরী-কলেবর,
ডুব্ ডুব্ যেন করে ;
বিপদ-পবন, বহে ঘন ঘন,
ব্যাকুলিত মন, নিয়ত করি ;
মিত্র গেছে আর, কে আছে আমার,
করিবে উদ্ধার, সঙ্কটে ধরি !

(সন্ধ্যাকালে)

১

দিবা অবসান,
কমল মুদিল আঁখি মলিন বয়ান,
বিরহ সন্তাপে, পঙ্কজ যে কাঁপে,
সরসী-জলে;
শীতল সলিলে, সুমন্দ অনিলে,
অন্তরে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে।

২

মম সুখ দিন,
বন্ধুসনে অস্তাচলে হয়েছে বিলীন;
হৃদয়-কমলে, অবিরল জ্বলে,
বিরহানল;
যাহা বন্ধুসনে, সুধা দিত মনে,
বন্ধুর বিহনে দেয় গরল।

৩

এই সন্ধ্যাকাল,
এখন নয়নে যারে দেখি হেন কাল,
উল্লাস যে কত, দিত অবিরত,
যবে দুজনে
প্রকৃতির শোভা, অতি মনোলোভা,
ভ্রমিতাম হেরি প্রফুল্ল মনে।

৪

যেমন গগনে
পশ্চিম-সাগরগামী-তপন-কিরণে,

জলদ নিকরে, পলক ভিতরে,
যেন মায়ায়
নানা সাজ পরে, নানা রূপ ধরে,
মুহূর্ত্তে মূরতি বদলি যায় ;

৫

সেইরূপ কত
ধরিত সুখের মূর্ত্তি আশা অবিরত
দুজনের মনে, যবে মিত্রসনে
আমোদে ধীরে,
সূর্য্যাস্ত দেখিতে, হরষিত চিতে,
যাইতাম দোঁহে, গ্রাম বাহিরে।

৬

কোথা লুকাইল
সে সকল মূর্ত্তি আশা ? হায়, কি হইল ?
মরীচিকাবৎ, গিয়াছে তাবৎ,
কালের করে ;
নিশার স্বপন, জাগিয়া এখন
একি দেখি সব, প্রাণ বিদরে।

৭

(থাকিবে কেমনে
নানাবিধ রূপে সাজে জলদ গগনে ?
ডুবেছে ভাস্কর, অবনী অম্বর,
গ্রাসে আঁধারে ;
কালের নিশ্বাস, প্রবল বাতাস,
ছিন্ন ভিন্ন করি, সকলি সারে।

(মিত্রপত্নী দর্শনে)

১

বিকট রাহুর করাল কবলে
যথা শশিকলা কালের কৌশলে ;
বিনা ঋতুপতি, যথা বসুমতী ;
কিংবা ছিন্নবৃন্ত কুসুম যেমতি ;
অথবা মলিন দিবা যেমন
কুজ্ঝটিকাজালে ঘেরে যখন,
কিংবা মেঘ পালে, আক্রমে যে কালে,
দিনরতন !

২

দেখিলাম আজি বন্ধুর বনিতা,
বিষময় শোকে ব্যাকুলা ললিতা,
নয়নের জল, ঝরে অবিরল,
উঠিতে বসিতে অঙ্গে নাহি বল।
কি দুরন্ত কীট মাঝে পশিয়া
কুসুম সুষমা নিল হরিয়া ;
সৌন্দর্য্য কোথায়, দেখি দুঃখে হায়,
বিদরে হিয়া।

৩

সুধাংশু বিহনে যেমন যামিনী
তমোবাসে তনু ঢাকে বিরহিণী
নীহারাশ্রু জল, বর্ষে অনর্গল,
দীর্ঘশ্বাস মাঝে ছাড়িয়া কেবল ;

মিত্রপত্নি, দশা সেরূপ তব ;
অন্ধকার তুমি দেখিছ ভব ;
বিরহ-বিকারে, আছ এ সংসারে
জীয়ন্তে শব।

৪

প্রণয় বন্ধনে, যে তরু-রতনে ;
আশ্রয় আশয়ে বাঁধিলে যতনে ;
কাল ঝড় কোথা হতে আসিয়া
ফেলিল ত্বরা সে তরু তুলিয়া ;
সে সৌন্দর্য্য নাই, রয়েছ সদাই,
মাটি মাখিয়া।

৫

কেন অশ্রু জলে ভাসিছ নলিনী ?
যে রবিরে ভাবি যাপিছ যামিনী,
চির অন্ধকারে, ঢাকিয়াছে তাঁরে,
বিকট কালের অস্তাচলাগারে।
সে তিমির ভেদি কি সাধ্য তাঁর
দর্শন তোমায় দিতে আবার।
কেবল হৃদয়ে, সে রবি উদয়ে,
এখন আর।

৬

এই নাকি সেই সুখের প্রতিমা ?
এই ম্লানমুখী সে চারু পূর্ণিমা,
যার মৃদু হাসি, চন্দ্রিকার রাশি,
রঞ্জিত নিয়ত নিকট নিবাসী ;
যাহায় আননসুধার ধারে
সাজিত সংসার আনন্দ হারে ;
শ্রী যার সহিত, সতত থাকিত,
সখী আকারে।

৭

ওরে কাল তোর নাহি কিছু মায়া,
সন্তাপহারিণী ছিল যেই ছায়া,
একি ব্যবহার, ওরে দুরাচার !
তাহারে হেরিলে জ্বলে অনিবার
সুশীতল মনে যন্ত্রণানল।
কেমন স্বভাব তোর রে খল,
সুধা ছিল যথা, ঢালি কেন তথা,
দিলি গরল ?

৮

কেন বন্ধু তুমি হইলে এমন ?
যে ছিল তোমার হৃদয় রতন,

অনায়াসে তারে, অকূল পাথারে,
ফেলি চলি শেষে গেলে কোথাকারে ?
প্রেমের পুতলি ভাসিছে জলে,
ডোবে ডোবে শোক-সাগর তলে ;
কোমলা সরলা, অবলা বিকলা,
বিরহ বলে।

৯

পলকে প্রলয় যাহার বিহনে
দেখিতে সতত জাগি কি স্বপনে ;
হেলায় তাহারে ভুলি একেবারে,
একা রাখি গেলে মর্ত্ত্য-কারাগারে।
ধূলায় লোটায় সোণার কায়,
কে করে এখন সান্ত্বনা তায় ?
নয়নের জলে, বদন মণ্ডলে,
স্রোত বহায়।

(বৃষ্টিকালে)

১

কাল মেঘ আবরিছে গগন-বদন
নয়নের জল, ঝরে অনর্গল,
দীর্ঘশ্বাস বহে ঘন ঘন ;
থেকে থেকে আর্ত্তনাদ, একি ঘোর পরম
অনল নিকলে বক্ষ ফাটি ক্ষণ ক্ষণ।
কি শোকে আকাশ কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে
কাঁদিছে কি হারাইয়া দিবসরতন ?

২

আমার সুখের দিনকারী দিনকর
গ্রাসিয়াছে কাল, তমোময় ব্যাল,
শোক তাপে বিদরে অন্তর ;
করি আমি হাহাকার, আর্ত্তনাদ বারংবা
নয়নে নীরের ধারা বহে নিরন্তর ;
মম অশ্রু বিসর্জ্জন, হবে নাকি নিবারণ
আকাশ তোমার যথা হইবে সত্বর ?

৩

এখনি গগন তব মলিনতা যাবে ;
হৃদয়ের ধন, সুন্দর তপন,
হৃদিমাঝে অবিলম্বে পাবে।

আলোক ভূষণ অঙ্গে, এখনি পরিবে রঙ্গে,
হেরিতে তোমার মূর্ত্তি কত লোক চাবে ;
অস্তে যেতে দিবাকর, স্বীয় যত্নে জলধর,
শক্রধনু দিয়া তব শরীর সাজাবে !

৪

আমার মুখের মেঘ কিন্তু কে হেরিবে ?
মম চিত্ত রবি, সুখময় ছবি,
কে আর আনিয়ে পুনঃ দিবে ?
প্রফুল্লতা অলঙ্কারে, কে সাজাবে অভাগারে,
হৃদয়ের অন্ধকার কে দূর করিবে ?
অরে ফণী মণিহারা, কেঁদে কেঁদে হ রে সারা ;
কে আর তিমিরে তোরে আলোক ধরিবে ?

৫

সংসার কাননে, কাল, তুই দাবানল ;
প্রফুল্লিত ফুল, সৌরভে অতুল,
মনোহর সুন্দর কোমল ;
কুসুমালঙ্কার পরা লতিকা হরিতাম্বরা,
যৌবন বীরত্ব শোভাময় তরুদল ;
কলিকা বিকাশোন্মুখ, মুকুল লোচনসুখ,
ভস্মরাশি তুইকাল করিস্ সকল।

৬

হে আকাশ কেন নাহি কাঁদ নিরন্তর ?
তোমার নয়নে, পড়ে প্রতিক্ষণে,
ভবদুঃখরাশি ভয়ঙ্কর।

কিংবা বুঝি দিবালোকে, স্পষ্ট দেখি অতিশোকে
করিতে না পারে বারি প্রায় চক্ষে ভর ;
কিন্তু নিশা আগমনে, কাঁদ বসি সঙ্গোপনে
সে অশ্রু শিশির বলি ভাবে ভ্রান্ত নর।

৭

যবে দিবা হয় বড় বুঝি সে সময়,
উথলিয়া মন, কখন কখন,
লোচনে সলিলস্রোত বয়।
থাক্ দেবতার কথা, কাহার না লাগে ব্যথা
দেখি এই সংসারের যন্ত্রণা নিচয় ?
হেরিয়া দুঃখের ভার, কাল ছাড়া আর কার,
সমবেদনায় নাহি বিদরে হৃদয় ?

(কুসুমোদ্যানে)

১

হাসিছে উদয়াচলে ঊষা বিনোদিনী
গোলাপি বসন পরা, রূপে জনমনোহরা,
চেতনা করিয়া সঙ্গে মধুরভাষিণী ;
ফুলকুল প্রফুল্ল আননে
পুলকাশ্রুপূরিত লোচনে
করে তব অভ্যর্থনা, তপননন্দিনী !

২

শরত হেমন্তে দ্বন্দ্ব যে কাল লইয়া,
সে কালে যখন বঙ্গে, শারদা আসেন রঙ্গে,
যেমন সকল লোকে পুলকিত হিয়া,
অভয়ার আহবান তরে
মনোমত অলঙ্কার পরে,
পরিচ্ছদ নব বস্ত্র বাছিয়া বাছিয়া ;

৩

সেরূপ তোমার, উষা করিছে আহ্বান
ফুলকুল নববেশে, ওই দেখ হেসে হেসে,
জুড়াইয়া ক্ষণকাল তাপিতেরো প্রাণ ;
যূথি জাতি মল্লিকা মালতী
গন্ধরাজ—গন্ধের বসতি—
করেছে সুন্দর শ্বেত বস্ত্র পরিধান।

৪

লোহিত-বসনা জবা, করবী রঙ্গিণী ;
সুবর্ণে ভূষিতা চাঁপা, যার রূপগুণ চাপা,
নাহি থাকে পোহাইলে আঁধার যামিনী ;
অন্যান্য কুসুম সখীসনে,
প্রফুল্লিতা তব সম্ভাবণে
মুকুতার হার গলে, তিমিরহারিণী।

৫

প্রকৃতি পূর্ব্বের মত এক ভাবে আছে।
চন্দ্র তারা দিনকরে, তিমির বিনাশ করে,
শীতল সমীর বহে, ফুল ধরে গাছে।
মিত্র বিনা কেবল আমার
ভাল কিছু নাহি লাগে আর,
সব বিষময় বোধ হয় মম কাছে।

৬

সে সময় কেন স্মৃতি দেখাও আবার,
যে সময় বন্ধুসনে, যেতাম সহর্ষ মনে
তুলিতে কুসুমচয়—উদ্যানের সার—
ইষ্ট দেবতার পূজা তরে
ভক্তি শ্রদ্ধা সরলতা ভরে,
তেমন বিমল সুখ পাইব কি আর?

৭

না ডুবিতে সুখ তারা, পাখী না ডাকিতে,
না দিতে আলোক রেখা, পূর্ব্বদিক ভালে দেখা,
ত্যজিয়া নিদ্রার ঘোর লোক না জাগিতে
পুষ্প জন্য যেতাম দুজনে
এই শঙ্কা করি মনে মনে
পাছে অন্যে যায় আগে কুসুম তুলিতে।

৮

সে আশঙ্কা, সে বাসনা, সে বন্ধু কোথায় ?
কালস্রোতে সে সকল, ভাসি গেছে কোন স্থল,
বিলোপী কালের খেলা বুঝা নাহি যায়।
এই ফুলকুল যে এখন
করিতেছে লোচন রঞ্জন,
কতক্ষণ রবে সাজি সৌন্দর্য্যমালায় ?

(কুমার-নদ তীরে)

১

শুকায়েছে শরীর তোমার,
কোথা তব বরিষার প্রতাপ কুমার ?
জরেছ কি কাল জরে, শীত মাত্র গেছে স'রে,
হইতেছে কলেবর দাহ অনিবার ?
দেহে দুর্ব্বলতা অতি, যাইছ কি মৃদুগতি,
মিশিতে সাগরসনে পাইতে নিস্তার ?

২

সংসারের যন্ত্রণাজ্বালায়,
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর কার না ধরায় ?
কার হিয়া নাহি জ্বলে, অহরহ দুখানলে ?
কাহার বা চিরদিন বল দেখা যায় ?
অরে রে অবোধ মন, নহে দুঃখ নিবারণ,
অনন্ত কালের জলে না মিশিলে, হায় !

৩

কত দিন——আছে কি স্মরণে?
কুমার, তোমার কূলে আনন্দিত মনে
ভ্রমিতাম এ সময়, বাক্যব্যয়ে বন্ধুদ্বয়,
যেই রবি তাপময় ডুবিত গগনে।
আমোদ প্রমোদ কত, করিতাম অবিরত,
ধরিত না হাসি আর উভয় আননে।

৪

কত দিন স্নানের সময়,
যখন সরস ছিল এ পোড়া হৃদয়,
সমবয়সীর দলে বন্ধু সনে কুতূহলে,
কত খেলা তব জলে হয়েছে উদয়;
তোমার তরঙ্গ সঙ্গে, কত খেলিয়াছি রঙ্গে;
সাঁতারে অস্থির করি তোমার আলয়।

৫

নাহি আর সে ভাব আমার;
বন্ধুর বিহনে সদা করি হাহাকার;
চিত্তে শোকমেঘ পশি, গ্রাসিয়াছে সুখশশী।
দশ দিক দেখি মসীসমান আঁধার।
হেরিলে তোমার নীরে, ভ্রমিলে তোমার তীরে,
দ্বিগুণ আগুণ মনে জ্বলে অনিবার।

৬

আসি তবে কি জন্য এখানে ?
ভালবাসি তবে কেন ভ্রমিতে এ স্থানে ?
বন্ধু সনে তব কূলে, ভ্রমিতাম দুখ ভুলে,
মিত্রে দেখি চাই হেতা যে দিকের পানে।
যেন সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি, কিবা আনন্দের স্ফূর্ত্তি,
দূর হতে দেখি কভু তব বিদ্যমানে।

৭

শোভিতেছে সম্মুখে শ্মশান,
নরমুণ্ডমালা গলে বিকট বয়ান,
ভস্মরাশি মাখা অঙ্গে, শুনেছি তোমার সঙ্গে,
রাত্রিকালে প্রেতদল করে অবস্থান ;
দেখাও যদ্যপি পার, প্রেতরূপ কি প্রকার,
দেখিব কিরূপে থাকে দেহহীন প্রাণ।

৮

এক দিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে
বলেছিলে প্রিয় বন্ধু হাসিতে হাসিতে,
কালবশে আগে যদি, পার হও ভব নদী,
অবশ্য আসিবে তুমি বন্ধুরে দেখিতে ;
খুলি হৃদয়ের দ্বার, সে দেশের সমাচার,
বন্ধুর নিকটে দিবে প্রফুল্লিত চিতে।

৯

সে আশায় করিলে নিরাশ।
অঙ্গীকার হৈল তব কেবল বাতাস।
যদি এ শ্মশান ভূমি, ভ্রমণ করহ তুমি,
নিকটে আসিয়া সব কর না প্রকাশ?
কখন চপলাকারে, দেখি তোমা যে প্রকারে,
কভু হয়, কভু মনে না হয় বিশ্বাস।

১০

এ সকল অমূল কল্পনা।
বন্ধু কভু নাহি জানে করিতে ছলনা,
যদ্যপি থাকিত পথ, পূরাবারে মনোরথ,
বন্ধু কভু মোরে শান্তি দিতে ভুলিত না।
পৃথিবীর যত লোক, ছাড়ি দিত মৃত্যু শোক,
একেবারে দূর হ'ত অনেক যাতনা।

(সহকার মূলে)

১

কি বলিছ মৃদু স্বনে ওহে সহকার?
দুঃখ ঢাকি কি হইবে? বল প্রকাশিয়া।
মাধবীরে হারাইয়া যদি কাঁদে হিয়া,
কি কারণ লুকাইছ নিকটে আমার?
আমার সে দশা আজি যে দশা তোমার।

২

হারাইয়া প্রেমমূর্ত্তি বান্ধব রতনে,
দেখিতেছি শূন্যময় হৃদয়ভাণ্ডার ;
তমোময় বিষময় হয়েছে সংসার ;
আপনার দশা দেখি বুঝিতেছি মনে
কি দশা তোমার তরু, মাধবী বিহনে।

৩

মিছা কেন মর জ্বলি অন্তর অনলে ;
জান না মনের কথা করিলে প্রকাশ,
লোকে বলে, হ'য়ে থাকে যন্ত্রণার হ্রাস ;
আসিয়াছি তাই তরু আজি তব তলে,
দুজনে মনের কথা কহিব বিরলে।

৪

ভেব না এসেছি আমি করিতে ছলনা।
চেয়ে দেখ, তরুবর, নাহি মম পাশে
সে প্রণয়মণি মূর্ত্তি, যাহার প্রকাশে
আসিতে কখন নাহি পারিত যাতনা,
যার সখী প্রফুল্লতা কমল বদনা।

৫

যার সহ কত দিন আসি তব তলে
মারুত-হিল্লোল মাঝে ছায়ায় বসিয়া,
তপনের তাপে তপ্ত তনু জুড়াইয়া,
আমোদ তরঙ্গ রঙ্গে অতি কুতূহলে
মজিয়া গিয়াছি তব মধুময় ফলে !

৬

যার সহ কতদিন ঝড়ের সময়,
নয়নে অনলরাশি নিকলিয়া যবে
দন্ত কড়মড় মেঘ করে ভীম রবে,
কুড়াতে গিয়াছি তব মূলে ফলচয়,
আমোদে প্রমত্ত অতি নির্ভয় হৃদয়।

৭

এতক্ষণ সাধিলাম কথা না কহিলে?—
আমি বুঝি একেবারে হয়েছি পাগল;
কোন্ কালে কথা ক'য়ে থাকে তরুদল?
সন্ সন্ তরুশাখা করিছে অনিলে;
ডুবেছে আমার বুদ্ধি বিস্মৃতি-সলিলে।
কার কাছে মনোদুখ বলিব আমার;

৮

কে পারে যন্ত্রণানল করিতে নির্ব্বাণ?
শীতল করিতে শোক-সন্তাপিত প্রাণ?
নামাইতে কোনরূপে হৃদয়ের ভার?
করিতে নিরাশ মনে আশার সঞ্চার?

৯

যখন যেখানে যাই দুখ দেখি তথা,
অনিলে, সলিলে, স্থলে, আলোকে, আঁধারে,
কাননে, নগরে, পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে,
সর্ব্বত্র শুনিতে সদা পাই দুঃখ কথা;
সান্ত্বনা কে করে আর? বাড়ে মনোব্যথা।

১০

যা নিভিয়া একেবারে জীবন-প্রদীপ।
এ কেমন তোর দেখি হয়েছে বিকার।
করিস যে বারংবার আলোক আঁধার,
কি কাজ হইবে মিছা করে টিপ্ টিপ্;
থাকুক তিমির মাঝে ডুবি ভবদ্বীপ।

(মিত্রজননী দর্শনে)

১

কে মলিনী পাগলিনী পড়িয়া ভূতলে,
যেন ভিন্নবক্ষা শুক্তি ভূমে অচেতন
হৃদয়মুকুতা কাল করিলে হরণ!
কে ডুবিছে ওই শোক সাগরের জলে
যেমন কমল-লতা সরসী-কমলে
যখন কমল কেহ তুলি লয় বলে!

২

এই দীনা হীনা নাকি বন্ধুর জননী?
ধূলিধূসরিত কেশ, মলিন বসন,
নিরন্তর নীরধারা বর্ষিছে নয়ন।
কি বলে বুঝাব মাগো; কালভুজঙ্গিনী
দংশিয়াছে তব প্রিয় হৃদয়ের মণি।
বক্ষ তব ধরিয়াছে প্রচণ্ড অশনি।

৩

৩

কেঁদ না কেঁদ না মাগো, সংবর রোদন।
অশ্রুজলে বাড়িবে কি সে তরু আবার,
কালের কুঠারে মূল কাটিয়াছে যার?
দিন দিন করি ক্ষীণ আপন জীবন
তারে কি জীবন দিতে করেছ মনন?
দীর্ঘশ্বাসে শ্বাস তারে দিবে কি কখন?

৪

পান্থশালা এ সংসার; কেহ নহে কার
এক দল আসে আর এক দল যায়;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায়
ইহারে উহারে বলি আমার আমার
মিছা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার।

৫

বিচিত্র রঙ্গের কাচখণ্ডের সমান
বিবিধ বরণে মায়া সাজায় সকলি;
কুৎসিত যা চলি যায় মনোহর বলি।
মায়া সহচরী আশা হরি সত্যজ্ঞান
চৌদিকে অপূর্ব্বপুরী করয়ে নির্ম্মাণ;
পলকে তাহার আর না থাকে সন্ধান!

৬

মনের পিপাসা নাহি মিটে ধরাতলে।
মরীচিকা কুজ্ঝটিকা পারে কি কখন
শীতলসলিলতৃষা করিতে হরণ?
প্রবেশিয়া স্বর্গপুরী ধরমের বলে,
না করিলে স্নান মুক্তিসরোবর জলে,
না যায় মনের তৃষা, দুখে দেহ জ্বলে।

৭

মুহূর্ত্ত সুখদ সনে দর্শন এখানে।
বিজলি ক্ষণেক খেলি জলদে লুকায়;
পলকান্তে ইন্দ্রধনু দেখা নাহি যায়;
উঠিতে উঠিতে রবি পূর্ব্ব দিক্ পানে
নীহার মুকুতা উড়ি যায় কোন খানে,
কুসুম-সুষমা আর রহে না বাগানে।

৮

কেন মা দ্বিগুণ তব বাড়িল রোদন?
জ্বলিছে আমার মন শোকের অনলে,
ভাসিতেছি আমিও মা নয়নের জলে;—
মা তুমি কেঁদ না আর—মুছ মা নয়ন—
কাঁদিয়া কি হবে? কর শোক সংবরণ
আমি আর উপদেশ কি দিব এখন?

১

কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।
অনুক্ষণ মা বলিয়া ডাকিব তোমায়,
ভিন্ন তুমি না ভাবিতে সখায় আমায়।
ভাব গো মা এক পুত্র গিয়াছে তোমার ;
অন্য পুত্র হ'তে ত্রুটি হবে না সেবার।
কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।

ইতি মিত্রবিলাপ কাব্য সমাপ্ত।



অন্যান্য কবিতাবলী।

জন্মাষ্টমী।

১

একটী প্রদীপ, করে টিপ্ টিপ্,
কংশকারাগারে মথুরাবাসে ;
নিস্তেজে জ্বলিছে, নিবিছে নিবিছে,
আলো আঁধারিয়া করিয়া পাশে ;

২

যেন রে বিকল, নিস্তেজ, চঞ্চল,
শোকাকুল মনে জ্ঞানের প্রভা ;
কিংবা রে যেমতি, অবসন্ন অতি
নিরাশ হৃদয়ে আশার আভা ;

৩

অথবা যেরূপ মুমূর্ষুর রূপ ;
কখন চেতনা প্রকাশ পায়,
কখন আবার, সংজ্ঞা নাহি আর,
শরীরের দশা শবের প্রায়।

৪

সে আলো আঁধারে, সেই কারাগারে,
কৃষ্ণা অষ্টমীর শর্ব্বরীযোগে,
বসিয়া দুজনে, মলিনবদনে
সজললোচনে যন্ত্রণা ভোগে।

৫

একজন নারী, বর্ণিবারে নারি
কেমন তাহার রূপের ভাতি,
দুখময় ঘনে, মুখ আবরণে,
বিরাজে যেমন পূর্ণিমা রাতি ;

৬

পুরুষ অপর ক্ষীণ কলেবর,
ললাটফলকে চিন্তার রেখা,
নিশ্বাস বাতাস, নিকলে হতাশ,
কভু ক্রোধ দেয় আননে দেখা।

৭

বাহিরে প্রহরী, শূরেশ-কেশরী
সহস্র সহস্র ভ্রমিছে সদা,
করে ধনুর্ব্বাণ অসি খরসান
শূল শেল শক্তি মুষল গদা

৮

মথুরা-ঈশ্বর, কংশ দৈত্যবর,
নয়ন না মুদে রাজপ্রাসাদে,
পূর্ণ গর্ভবতী, দেবকী সংপ্রতি,
না জানি কভু কি সঙ্কট বাধে।

৯

দেবকী-গরভে, শত্রু জন্ম লবে
দৈবজ্ঞ সকলে বলেছে গণি।
তাই কারাগারে, স্বামিসহকারে
বন্দিনী দেবকী রমণী-মণি।

১০

কারাগার তলে, কল কল কলে
সবেগে কল্লোলে কালিন্দী ধায়,
নিরমল অঙ্গে, তরঙ্গের রঙ্গে,
আকাশের শোভা করি ধরায়।

১১

সহসা গগনে, মধুর নিক্কণে
উঠিল গম্ভীর দুন্দুভি-ধ্বনি,
ঘোরতর রোলে, পবনহিল্লোলে
পূরিল ভূধর সিন্ধু অবনি।

১২

নদী সরোবর, কানন, নগর,
রাজার প্রাসাদ, দরিদ্রালয়,
দুন্দুভি-ধ্বনিতে, পূরে আচম্বিতে,
ত্রিলোক হইল সুস্বরময়।

১৩

সে নিক্কণ শুনি, যত সিদ্ধ মুনি
যোগ ভাঙ্গি জাগি উঠিলা সবে,
সংসারী সকল, নিদ্রায় বিহ্বল
অচেতন ভাবে পড়িল ভবে।

১৪

কংশ দৈত্যবর নিদ্রায় কাতর
অচেতন ভূমে পড়িলা ঢলি ;
কারাগার দ্বারে, নেত্রে নিদ্রাভারে
অজ্ঞান অসংখ্য প্রহরীবলী।

১৫

সবে মথুরায়, মোহে নিদ্রা যায়,
দুই একজন ভকত বিনা।
জাগে কারালয়ে, ব্যাকুল হৃদয়ে
দুখী বসুদেব, দেবকী দীনা।

১৬

পলকে পলকে, ঝলকে ঝলকে
আলোকের ধারা আকাশে ছুটে,
অবনিমণ্ডল সুখে ঢল ঢল,
অভিনব কান্তি উথলি উঠে।

১৭

আপনা আপনি, খুলিল অমনি
লৌহ-কারাগার-ভীষণদ্বার,
দৈব পরিমল, পূরে কারাস্থল,
খুলে দম্পতীর শৃঙ্খলভার।

১৮

গগনমণ্ডলে, দিক্‌পালদলে
দেবতা সকলে করিল সভা,
বরাঙ্গ হইতে, লাগিলা বর্ষিতে
ক্ষিতিতলে সুখ-শান্তির প্রভা।

১৯

সুধাময় তানে, তান লয় মানে
উঠিল আবার গীত আকাশে ;
নূতন তরঙ্গে অভিনব রঙ্গে,
আলোকের রাশি হাসি প্রকাশে।

২০

সে সংগীতজালে, আলোক হিল্লোলে
মোহিত দেবকী পতির সনে,
আচম্বিতে সুত, হইল প্রসূত
চমকি উঠিলা দেখি দুজনে।

২১

নবজলধর শ্যাম কলেবর,
বিজলী জিনিয়া উজলা তায় ;
রূপের পুতলি অবনিমণ্ডলী
পূরিল ত্বরিতে দেহ প্রভায়।

২২

পড়ি শিশু কাঁদে, চুম্বি মুখচাঁদে
দেবকী তাহারে লইল কোলে ;
মনের উল্লাসে, বসুদেব ভাসে,
আশায় গগনে নয়ন তোলে।

২৩

ক্ষণেক আবার ঘোর অন্ধকার,
প্রফুল্ল আনন গ্রাসিল আসি।
"দুরাচার কংশ, নাহি তোর ধ্বংস"
কহিলা কাতরে দীর্ঘ নিশ্বাসি।

২৪

এমন সময়ে, হেরিলা উভয়ে
পুষ্প রাঁশি রাশি পড়িছে পাশে;
শুনিলা অম্বরে সুগম্ভীর স্বরে
সংগীত-লহরী হরষে ভাষে।

২৫

"শঙ্খচক্রধারী, মুকুন্দ মুরারি,
বিপত্তিবিনাশী মধুসূদন,
অবনির ভার হরি বারংবার
সংসার রাখিছ, বিঘ্নহরণ।

২৬

"কৃতেতে বধিলে সাগর সলিলে
শূর হিরণ্যাক্ষে বরাহাকারে;
দেব দ্বিজরিপু, হিরণ্যকশিপু,
নৃসিংহমূর্ত্তিতে নখপ্রহারে;

২৭

"ত্রেতায় রাবণে কুম্ভকর্ণ সনে
রামরূপ ধরি করিলে ক্ষয়,
জয় জয় ধ্বনি, পূরিল অবনি,
অমরপুরীতে উঠিল জয়।

২৮

"এখন দ্বাপরে বসুদেব ঘরে
দেবকীর গর্ভে জন্মিলে তুমি ;
যাইবে জঞ্জাল, কংশ, শিশুপাল,
শান্তি বিহরিবে ভারতভূমি ;

২৯

"হবে যজ্ঞযাগ, পাবে নিজভাগ
দেবতা ব্রাহ্মণে জগতীতলে।
জয়, দেব, জয়, কংশে কর ক্ষয়,
বধ শিশুপালে প্রতাপবলে।"

৩০

গাইল অমনি উচ্চে প্রতিধ্বনি
পূরিয়া ধরণী নভোমণ্ডলে ;
"জয়, দেব, জয়, কংশে কর ক্ষয়,
বধ শিশুপালে প্রতাপবলে।"

৩১

ঘন জলধরে সহসা আবরে
আকাশ নক্ষত্র আলোক ছটা,
লুকায় অবনি প্রলয়ে যেমনি,
উথলে অপার তিমিরঘটা।

৩২

ব্রহ্মাণ্ড নীরব, শব প্রায় সব,
বায়ুর প্রবাহ কোথা না বহে,
জীবের নিশ্বাস না পায় প্রকাশ
বিশ্বক্রিয়া যেন স্থগিত রহে।

৩৩

সে ঘোর আঁধারে অম্বর মাঝারে
গম্ভীর নির্ঘোষে বহিল বাণী,
"বিলম্ব না কর, হে যাদববর,
চল যথা সুপ্ত নন্দের রাণী,

৩৪

"লইয়া নন্দনে আনন্দিত মনে,
চল নন্দালয়ে, গোকুল মাঝে,
শৈলেশনন্দিনী, দুর্গতিহারিণী,
নন্দবালারূপে যথা বিরাজে।

৩৫

"তনয়ে রাখিয়া, সে বালা লইয়া,
আইস চলিয়া যাদবপতি।
পুত্র প্রাণ রবে, শত্রুনাশ হবে,
যন্ত্রণাজ্বালায় পাবে মুকতি।"

৩৬

আকাশভারতী পাইল বিরতি
পূরিয়া জগতী মধুর বোলে।
উঠে আচম্বিতে, গর্জ্জি চারিভিতে,
ভীম প্রভঞ্জন ঘোর কল্লোলে।

৩৭

চপলা চমকে, প্রকাশি পলকে,
ঘন রাশি রাশি গগনতলে,
উত্তাল তরঙ্গ, যুদ্ধসজ্জারঙ্গ,
বায়ু উত্তেজিত যমুনাজলে।

৩৮

ভীম বজ্রশব্দ, ত্রিভুবন স্তব্ধ,
ভূকম্পনে যেন কাঁপে ধরণী।
এ হেন সময়ে, নন্দন হৃদয়ে,
নদীতীরে চলে যাদবমণি।

৩৯

ভয়ঙ্কররোলে, পর্ব্বত হিল্লোলে,
ধবল প্রবাহে যমুনা ধায়,
সর্ব্ব অঙ্গ ফুলে, ছাপাইয়া কূলে
প্রভঞ্জনরণে উন্মত্ত প্রায়।

৪০

ভয়ে জড়সড়, প্রাণ ধড় ফড়,
ভাবে বসুদেব কালিন্দী কূলে,
"কেমন করিয়া, এ নদী তরিয়া,
মানস পূরিতে যাব গোকুলে।"

৪১

কেন এ ভাবনা? জানি কি জান না
ভবের কাণ্ডারী তোমার কোলে?
সংসার সাগরে, যার নামে তরে,
তারে লয়ে ভয় নদীহিল্লোলে?

সৃষ্টি।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞানং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥

১

ধূ ধূ ধূ করিত অনন্ত অকাশ,
নাহি ছিল তাহে রবির প্রকাশ,
নাহি ছিল শশী, নাহি ছিল তারা,
নাহিক ছুটিত আলোকের ধারা,
পুলকে প্রকাশি রূপের রাশি।
না হাসিত দিবা কিংবা বিভাবরী,
না খেলিত সন্ধ্যা-লাবণ্য লহরী,
না আসিত ঊষা অদিতি নন্দিনী,
মুকুতা-জড়িত-কুসুম-মালিনী,
প্রফুল্ল বদনে মধুর হাসি।

২

না ছিল বসন্ত, ফুলমালা গলে,
রসে ডগমগ নবভাববলে ;
না ছিল নিদাঘ প্রতাপে প্রখর,
অথবা বরষা, জলদ অম্বর,
কণ্ঠে ঝলমল বিজলী হার।
না ছিল শরৎ কাশ-বিকশিত,
বিমল গগন শশাঙ্ক ভূষিত ;
না ছিল হেমন্ত কুজ্ঝটিকা অঙ্গে,
অথবা শিশির, তুষার তরঙ্গে
স্খলিত-শরীর সজ্জিত-ভার।

৩

নাহি বিরাজিত সুখদা মেদিনী,
পুষ্প তরুলতা শৈল শৈবলিনী ;
না ছিল মধুর বিহঙ্গম রব,
এ মহীমণ্ডল-মুকুট মানব,
বিচিত্র জীবন-প্রবাহ রঙ্গ।
না ছিল মরণ কিংবা অমরতা
নাহি প্রকাশিত দ্যুলোক দেবতা,
নাহি ছিল এই বিশ্বের আভাস,
ধূ ধূ ধূ করিত অনন্ত আকাশ,
অনন্ত কালের বিরাট অঙ্গ।

৪

দশ দিক ব্যাপি আছিল তিমির,
অনাদি অনন্ত গাঢ় সুগম্ভীর,
অকূল অতল অলংঘ্য অপার
আকৃতিবিহীন ভীম পারাবার,
ভাবিলে হৃদয়ে উপজে ভয়।
অজ্ঞাত অজ্ঞেয় জগতকারণ
সে তিমির মাঝে নিদ্রিতমতন
আছিলা অনন্ত আকাশে বিলীন,
অতরঙ্গ-কাল-সলিলে আসীন,
অনন্তশয়নে শকতিময়।

৫

আন্তরিক বলে ভাব সংঘর্ষণে
বাহিরিল তেজ অচিন্ত্যকারণে ;
আলোক ছুটিল ঝলকে ঝলকে,
নব নব বেশে পলকে পলকে,
তিমিরের ঘটা হাসিতে নাশি
পাতল পাতল জলধরতুল
হাসিল সহসা পরমাণুকুল
অনন্ত আকাশে গাঁথা থরে থরে,
বিবিধ বরণ শোভা কলেবরে,
বরষি নূতন সৌন্দর্য্যরাশি।

৬

রঙ্গের তরঙ্গে স্তবকে স্তবকে,
নাচিতে নাচিতে বিচিত্র ঠমকে,
সে জলদতুল পরমাণুকুল
ঘূরে অবিরত আবর্ত্ত সঙ্কুল,
অখণ্ড গগনে মণ্ডলাকারে ;
আত্মশক্তিবলে ঘূরিতে ঘূরিতে
একে একে এক স্তবক হইতে
কত অণুরাশি ছুটিয়া পড়িল,
মাঝে তেজোময় সবিতা রহিল,
ত্যক্ত স্তূপগণ বেড়িয়া তারে।

৭

তেজের প্রভাবে নিত্যবাষ্পাকারে
ত্যক্ত স্তূপ কত বেড়ি সবিতারে,
ধূমকেতু-রূপে লাগিল নাচিতে
নানা রঙ্গভঙ্গে চলিতে চলিতে
কখন সকাশে, কখন দূরে ;
তাপবিকিরণে ক্রমশঃ শীতল,
কত অণুরাশি হইল তরল,
রবিরে ঘেরিয়া ঘূরিতে ঘূরিতে
কদম্ব আকার লাগিল ধরিতে,
গ্রহ জনমিল এ বিশ্বপুরে।

৮

৮

অসংখ্য সবিতা, অসংখ্য জগৎ,
আকাশসাগরে জলবিম্ববৎ,
লাগিল ভাসিতে হাসিতে হাসিতে
জড়িত নিয়ত মহিমারাশিতে ;
আলোকের ধারা ঢালিয়া শূন্যে ।
অগণ্য জগতে অনন্ত গগনে
মানব শকতি ভ্রমিবে কেমনে ?
ক্লান্ত এ দুর্ব্বল ভ্রমিতে ভ্রমিতে
চাহে নিজালয় ধরায় ফিরিতে,
যাহা দেখিয়াছে অনেক পুণ্যে ।

৯

অবনিমণ্ডল ঘুরে অবিরল
জলদে বেষ্টিত গোলক তরল,
যেন কুজ্ঝটিকা আবৃত জলধি,
নাহি কূল স্থল নাহিক অবধি,
নিয়ত প্রবল পবনাহত ;
এ মহী ক্রমশঃ তাপবিকিরণে
তরলতা ঢাকে কঠিনাবরণে ;
কুজ্ঝটিকাসম জলধরদল
জলে পরিণত হইয়া শীতল,
জনমিল সিন্ধু সলিল গত ।

১০

সাগর গভীর অভ্যন্তরস্থিত
উত্তাপ উগরি ক্রমে সঙ্কুচিত ;
সঙ্কুচিত তাহে ধরার শরীর,
কোথা উঠে ফুটে গিরি অভ্রশির
কোথায় জাগিয়া উঠয়ে স্থল ;
পর্ব্বতশিখরে জলদ বরষে,
তরঙ্গিণী পড়ে ছুটিয়া হরষে,
বঙ্কিম তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে
চলে নিজ পথ করিতে করিতে,
পাইতে অন্তিমে অনন্তজল।

১১

দ্বীপ মহাদ্বীপ পর্ব্বত জাগিল ;
জল হতে স্থল পৃথক্ হইল ;
জীবলীলাভূমি, উদ্ভিদ্ আবাস,
নবসৃষ্টিক্ষেত্র পাইল প্রকাশ ;
অভিনব কাণ্ড দেখ আবার।
আত্মাশক্তিবলে সবিতা হইতে
তেজ নিরন্তর ছুটিতে ছুটিতে
পড়িয়া জীবনবিহীন ধরাতে
সঞ্জীবন বীজ রচিল তাহাতে
পরমাণুপুঞ্জে প্রাণসঞ্চার।

১২

অংশুরূপ ধরি জগতকারণ
জড় অণুপুঞ্জে হইলা জীবন ;
তেজের প্রভাবে সে বীজ হইতে
অঙ্কুর সুন্দর বাহিরে ত্বরিতে,
জীব কি উদ্ভিদ্ না হয় স্থির।
পরিণামে তাহে দ্বিবীজ জন্মিল,
এক হতে জীব উৎপন্ন হইল,
অপর হইতে উদ্ভিদ্ শোভন ;
ভাতিল ধরায় নূতন ভূষণ,
উথলি উঠিল সুখের নীর।

১৩

যুগ যুগান্তর হইতে লাগিল ;
পর্ব্বত গলিয়া সাগর হইল ;
বাহিরিল গিরি জলধি ফুটিয়া,
উচ্চ স্থল গেল সলিলে ডুবিয়া,
স্থলে পরিণত বারিধিতল ;
এইরূপ নিত্য পরিবর্ত্ত মাঝে
জীবন প্রবাহ নিয়ত বিরাজে
নব নব রঙ্গে, নবীন তরঙ্গে,
নূতন নূতন ঘটনার সঙ্গে,
প্রকাশি সতত নূতন বল।

১৪

অবতারচয় প্রকাশ পাইল ;
ক্রমে মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ হইল ;
মানব-আভাস ক্রমশঃ শোভিত,
নরাকারে আদিকারণ উদিত,
ধরণী-সৃজন চরম-ফল।
জ্ঞানের তরঙ্গ উঠিল জগতে,
সুখের হিল্লোল সাগরে পর্ব্বতে,
অনাদি বিভুর মহিমা সংগীত
অবনি-মণ্ডল করিল ধ্বনিত,
বিকাশি নূতন ধর্ম্মের বল।

১৫

কে বলিতে পারে কেন জনমিল
এ সৃষ্টি বিপুল, এ বিশ্ব নিখিল ?
অনাদি কারণে ইচ্ছার সঙ্গমে
হইল কি সৃষ্টি ? কিম্বা অন্ধক্রমে।
উদ্দেশ্য কিছুই আছিল কি না ?
পারেন বলিতে তিনিই কেবল
যাঁহার সৃজিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ;
অথবা তাঁহার অজ্ঞান সময়ে
সুপ্ত অবস্থায় এ সৃষ্টি উদয়ে,
বলিবেন কিসে দর্শন-বিনা ?

সূর্য্য।

नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णुतेजसे ।
जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने ॥

১

দেব দিবাকর, অন্ধকার হর,
সৌন্দর্য্যের উৎস, তেজের আকর,
কেন না তোমারে নানা দেশে নর
পূজিবে অটল ভকতিভাবে ?
তুমি দেখা দিলে উদয় অচলে,
রূপের প্রবাহ চৌদিকে নিকলে ;
সঙ্গীত তরঙ্গ চৌদিকে উথলে ;
ভূতলে নন্দন কে নাহি ভাবে ?

২

আঁধারে গ্রাসিলে অবনিমণ্ডল,
বোধ হয় সব গেল রসাতল,
মরণসমান নীরব সকল,
আইলে যেমতি প্রলয়কাল ;
তুমি দিনকর দিয়া যেন দৃষ্টি
কর অকস্মাৎ অমৃতের বৃষ্টি,
অমনি নূতন হয় যেন সৃষ্টি,
পুনঃ প্রাণ পায় মৃত কঙ্কাল।

৩

তোমার প্রসাদে দেব সুধাকর
বর্ষিয়া সংসারে সুধাময় কর
সাজান এরূপে অবনী অম্বর,
যেন সন্তাপিত-মানব-মন
নিশীথকালীন মাধুর্য্যে মজিয়া
হৃদয়ের জ্বালা যাইবে ভুলিয়া,
ভকতির ভরে পড়িবে ঢলিয়া,
হইবে প্রেমের রসে মগন।

৪

তোমার আদেশে জলধর দল,
বিজলীর মালা গলে ঝলমল,
ছাইয়া সময়ে গগনমণ্ডল,
বরষে হরষে সলিল রাশি,
বিষম নিদাঘ তাপ নিবারিতে,
কাতর কৃষকে প্রাণদান দিতে,
শুষ্ক বসুমতী সুফলা করিতে,
পুলকে পূরিতে ধরণীবাসী।

৫

তোমার ঔরসে হিমাদ্রীভবনে
জন্মি শৈবলিনী, তোমার পালনে
বাড়ে দিন দিন কেমন সুক্ষণে,
যখন জগতে প্রকাশ পায়,

সুখে বসুন্ধরা হয় ফলবতী,
প্রফুল্ল দুকূলে তরু কি ব্রততী,
জীবন পাইয়া সবে হৃষ্টমতি,
ভোগের ফোয়ারা উথলি যায়।

৬

সুগন্ধবাসিতা স্বর্ণকলেবরা
বিহঙ্গকূজিতা উষা মনোহরা
তোমার শাসনে ভ্রমিতেছে ধরা,
যমকভগিনী সন্ধ্যার সনে।
কভু মন্দগতি, সুরভি, শীতল,
কভু বেগবান্ ঝটিকা প্রবল,
কখন সুস্থির কখন চঞ্চল,
তোমার আজ্ঞায় সমীরগণে।

৭

নবীন-পল্লব-কুসুম-শোভিত
মধুর বসন্ত কোকিল-কূজিত;
তাপিত নিদাঘ সুফল-ফলিত;
বরষা জড়িত জলদসাজে;
নির্ম্মল-গগন-সুধাংশু শরৎ;
হেমন্ত শিশির তেজোহীনবৎ;
তোমার আদেশে ভ্রমিছে জগৎ,
যেন ভৃত্যগণ প্রভুর কাজে।

৮

তোমারি আলোক-মালায় ভূষিত,
তোমারি প্রতাপে সুন্দর সজ্জিত,
তোমারি বলেতে গগনে ধাবিত,
গ্রহ ধূমকেতু শশাঙ্কচয় ;
যেরূপে ভ্রমিতে বলিয়াছ যারে,
ভ্রমিছে নিয়ত সেই সে প্রকারে,
নিরূপিত পথ ত্যজিতে না পারে,
শৃঙ্খলে যেন রে আবদ্ধ রয়।

৯

তোমারি প্রসূত অবনিমণ্ডল
গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু দল ;
আদিকালে তুমি আছিলে কেবল
হৃদয়ে ধরিয়া এই জগৎ ;
একে একে তুমি সৃজিলে সকল,
প্রকাশিয়া ক্রমে স্বীয় তেজোবল,
করি দশদিকে কত কীর্ত্তি স্থল,
সাধ্য কার আছে কহে তাবৎ।

১০

এই ধরাধামে তেজোরূপ ধরি
প্রবেশি প্রত্যহ গগন বিচরি
করিতেছ কাজ দিবস শর্ব্বরী;
প্রকাশি অশেষ প্রকার বল ;

জীব কি উদ্ভিদ্ তব অবতার,
যন্ত্রের শকতি তোমার বিকার,
তব কার্য্যস্থল সকল আধার,
তুমি অবনির এক সম্বল।

১১

তুমি মেঘ করি বরষিছ জল,
তুমি কৃষিরূপে ধরিতেছ হল,
গোমূর্ত্তিতে তুমি টানিছ লাঙ্গল,
তুমি শস্যরূপে পুনঃ উদিত;
তুমি নর হয়ে গড়িতেছ কল,
তাহা চালাইতে লাগে যে যে বল
বিজ্ঞানেতে বলে তুমি সে সকল;
তোমার মহিমা অপরিমিত।

১২

ভাসিয়া অনাদি কালের তরঙ্গে,
বিপুল জগৎ ছায়াসম সঙ্গে,
কোথা দেব তুমি চলিতেছ রঙ্গে,
কি কাজ সাধিতে অনন্তাকাশে?
অগ্রগামী তব প্রতাপ ধাইছে,
তব রূপাভায় গগন ছাইছে,
তোমার প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিছে,
দূরে পলাইছে তমঃ তরাসে।

১৩

প্রথমে যেমন করিলে সৃজন,
কালে কালে সব করি আকর্ষণ
পুনরায় নাকি করিবে গ্রহণ,
হবে এ জগৎ তোমাতে লয়,
আদিকালে তুমি আছিলে যেমন
পুনরায় তুমি রহিবে তেমন,
একা অদ্বিতীয় নিখিল কারণ,
নূতন-সৃজন-শকতিময় ?

১৪

তুমি সর্ব্বদেব, অদিতিনন্দন।
ব্রহ্মারূপে তুমি করিলে সৃজন,
বিষ্ণুরূপে তুমি করিছ পালন,
রুদ্ররূপে তব প্রলয়ে মতি,
তুমি স্বর্গপুরে ইন্দ্র দেবরাজ,
তুমি হুতাশন মনুষ্য সমা(ে)জ,
পাতালভবনে বারুণীবিরাজ,
যমরূপে পিতৃলোকাধিপতি।*

* প্রায় সমুদায় দেবতাই যে সূর্য্যের রূপ বা নাম ভেদ মাত্র এ বিষয়ে বঙ্গদর্শনে "দেবতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ দেখ। See also Max Muller's Lectures on the Science of Language, 2nd Series.

১৫

একি লীলাখেলা বুঝিতে না পারি।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কটাক্ষে তোমারি;
কিন্তু কি উদ্দেশে না পাই বিচারি,
ভাবিলে আঁধার দেখি সকলি।
কেন এ জগৎ প্রকাশ পাইছে?
কেন বা সময়-সাগরে ভাসিছে?
কেন বা প্রলয়ে ডুবিতে যাইছে?
ভ্রমান্ধ মানবে কে যায় বলি?

নিশাকালে বিহঙ্গম রব।

১

যথা চাই, শান্তি মূর্ত্তিমতি;
না নড়ে পল্লববল্লী, নীরব নগরপল্লী,
রজত পালঙ্কে নিদ্রা যায় বসুমতী;
নীরবতা বসিয়া আকাশে,
আপনার মহিমা প্রকাশে,
উথলে ভাবুক-চিতে ভাব-স্রোতস্বতী।—

২

শুনিলাম কি মধুর স্বর;
লীলা-রঙ্গে তালে তালে, পবন-তরঙ্গ-জালে,
করিল অমিয়ময় শ্রবণকুহর;

যথা কুসুমের কাণে কাণে,
উষানিল মনোহর তানে,
প্রণয়পবিত্র গীত গায় নিরন্তর ;

৩

মরি একি মধুর সঙ্গীত!
দেবর্ষি নারদ নাকি, নীলাম্বর পথে থাকি,
হরিগুণ গানে মগ্ন বিমোহিত চিত,
বীণাপাণি বীণায় জিনিয়া,
সুধাময় সুস্বর বর্ষিয়া,
জগতের যোগানন্দ করেন বর্দ্ধিত।

৪

কিংবা বুঝি রাগিণী সুন্দরী,
বিমল তরল রূপে, মোহিয়া আকাশ-ভূপে,
আরোহি জগতপ্রাণ পবন লহরী,
করিছেন প্রাণ রক্ষা ভবে,
শ্রান্তিহরা নিদ্রা আসি যবে
হরিয়া লইয়া গেছে চৈতন্য-প্রহরী।

৫

অথবা কি হৈল দিব্যজ্ঞান।
স্বর্গে বিদ্যাধরী গায়, তাই বুঝি শুনা যায়?
মর্ত্ত্যে কি সম্ভবে হেন মধু মাখা গান?
অপ্সরী কিন্নরী দলে দলে,
নৃত্য করি দেবসভা তলে,
ধরেছে আনন্দে মজি সুধাময় তান।

৬

লোকে বলে গগনমণ্ডলে,
কালচক্রে অনুক্ষণ, ঘুরিতেছে গ্রহগণ,
তালে তালে বিভুগুণ গাইয়া সকলে ;
বুঝি সেই গীত মনোহর,
শুনিলাম এত দিনান্তর,
জনম সফল আজি হৈল ভাগ্যবলে।

৭

অথবা কি বিবিধ কৌশলে,
করি মহা অনুরাগ, সুখে সাধিতেছে রাগ,
প্রফুল্ল কবির আত্মা নীল নভস্তলে,
দুঃখধাম ধরণী ছাড়িয়া,
পঞ্চভূতে পঞ্চ সমর্পিয়া
যাইতেছে ধ্রুবলোকে যবে পুণ্যফলে।

৮

কিংবা তুমি অজ্ঞাত বিহঙ্গ ;
প্রফুল্লতাপূর্ণ চিতে, ঢালিতেছ চারিভিতে,
হৃদয় ভাণ্ডার হতে আনন্দ তরঙ্গ ;
কোথা বাস কি নাম তোমার ?
স্বরগর্ব্ব আছে কোকিলার ;
তব সহ তুলনায় তার স্বর ভঙ্গ।

৯

দুঃখ তুমি জান না কখন ;
যন্ত্রণা-জড়িত চিত, নাহি পারে কদাচিত
করিতে এমন ভাবে মধু বরিষণ,
যদি তুমি অবনি-নিবাসী,
কোথায় পাইলে সুখরাশি ?
কি উপায়ে ছিঁড়িয়াছ দুঃখের বন্ধন ?

১০

চন্দ্র করে যেমন কাননে
যেখানে আলোক হাসে, অন্ধকার তার পাশে,
সেইরূপ সুখ দুঃখ মানব জীবনে।
আমাদের সুখের সহিত,
চিরকাল যন্ত্রণা মিশ্রিত ;
মধুর সঙ্গীতালাপ বিষের জ্বলনে।

১১

এ সংসার সরসীর জলে,
এক বৃন্তে পুষ্পদ্বয়, ফুটে সুখদুঃখময়,
কেহ না তুলিতে পারে একটী কমলে,
একের আশয়ে নীরে গিয়া,
উঠে হাতে দুটী জড়াইয়া,
ভ্রমে উভয়ের হার পরে লোকে গলে।

চিন্তা।

এস চিন্তা অসিতা অপ্সরী,
খরতর রূপালোকে, সহিতে না পারি লোকে,
ভাবে তোমা অসিতা সুন্দরি।
এ সৌন্দর্য্যে পায় লাজ দ্রুপদের বালা,
যবে কৃষ্ণা লয়ে হাতে স্বয়ম্বর মালা,
বরিতে অর্জ্জুনবীরে নীলসৌদামিনী,
গেলা চলি সভাতলে কুরঙ্গগামিনী।
চিন্ময় নন্দিনী তুমি; জনম তোমার
যবে সত্য সনাতন সর্ব্বমূলাধার
ভাবিলা "হউক বিশ্ব"; অমনি তখন
জন্মিল জগৎ—অতি মানসমোহন!
জ্বলিল অম্বর-তলে অসংখ্য ভাস্কর,
ধাইল আলোকরাশি ছাইয়া আকাশ,
গ্রহ চন্দ্র অগণন শোভিল সত্বর,
শত শত ধূমকেতু পাইল প্রকাশ।
এস চিন্তা ম্লানমুখী; লয়ে সহচরী,
কবিতা-কুসুমহারা কল্পনা সুন্দরী।
সত্য-সরোবর-জল দানে বিভাবিনী
জ্ঞান চক্ষু দেহ খুলি চিন্ময়নন্দিনী,
দিলেন যেমন হরি, যবে ধর্ম্মরাজ;
সশরীরে স্বর্গে গিয়া পাইলেন লাজ,

সবিস্ময়ে শুনিলেন স্বজনের কথা
দেখিলেন শূন্য, কিন্তু চাহিলেন যথা।
১২ মোহ আচ্ছাদনে নেত্র আচ্ছাদিত যার,
সকলি তাহার কাছে ঘোর অন্ধকার।
১৩।১৪— তুমিও কল্পনা আন বাণী-বাপী নীর,
পিয়ে যাহা কালিদাস তৃষ্ণায় অধীর,
ভারতীর বরপুত্র, সুমধুর স্বর,
কবিকুল-পিক বলি খ্যাত চরাচর।
১৫-১৭ চল চিন্তা জ্ঞানসখি বিজন কাননে
যখন আসিয়া সন্ধ্যা ধূসর বসনে,
ক্রমে আরো পতিশোকে হইয়া মলিনী,
বরষিয়া নীহারাশ্রু সলিল কামিনী,
যাইতে নাথের সাথে কাতর অন্তরে,
তিমির সাগরে প্রাণ বিসর্জ্জন করে।
১৮ শুনিব কেমনে যত বিহঙ্গমগণ
সন্ধ্যার মরণে করে কূজনে রোদন।
১৯ দেখিব কেমনে ধরা পরি তমোবাস,
মলয়মারুত ছলে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
২০ হেরিব কেমনে মেলি অসংখ্য নয়ন,
দুঃখিত গগন করে অশ্রু বরিষণ।
২১-২৩ নিরখিব যবে চন্দ্র সুধার আকর,
শোক তমঃ বিনাশিতে সুধাময় কর
চারিদিকে নিরন্তর করেন বিস্তার ;—
কেমনে কানন-রাজ ভূষণ ধরার—

বাহিরে প্রফুল্ল ভাব ধরেন ত্বরায়,
অন্তরের তমঃ কিন্তু অন্তরে না যায়।
২৪।২৫ কিংবা চল উঠি সেই পর্ব্বত শিখরে,
যেখানে রবির কর রক্তাম্বর পরে,
যখন অবনিতল ত্যজিয়া তপন,
পশ্চিম সাগরতীরে করেন গমন।
২৬-২৮ দেখিব সেখানে বসি কেমনে আঁধার,
ক্রমে ক্রমে পৃথ্বী রাজ্য করে অধিকার;
কেমনে কুসুমোদ্যান, লোকের আলয়,
তরুবর, নদ, নদী তিরোহিত হয়;
কেমনে সৌন্দর্য্যমালা ধরার গলার
জোর করি ছিঁড়ি রোষে লয় অন্ধকার।
২৯।৩০ কেমনে তিমিরে ঘেরে যখন ভূতলে,
শত শত রত্নদীপ জ্বলি খমণ্ডলে—
আকাশের পানে চিত্ত করে আকর্ষণ,
নয়নরঞ্জনে করি হৃদয়রঞ্জন।
৩১-৩৪ অথবা চল না যথা ভীষণ শ্মশান,
ভস্মরাশি মাখা অঙ্গে শিবের সমান,
শবাসন, নিমীলিত নেত্র, যোগীবেশে,
কলকল কল্লোলিনী করে শিরোদেশে।
ধক্ ধক্ ধক্ বহ্নি সদা ভালে জ্বলে;
হাড়ের রুদ্রাক্ষমালা শোভা পায় গলে;
শিবাগণ অনুক্ষণ ফিরে চারি পাশে;
প্রেতদল সঙ্গে রঙ্গে নাচয়ে উল্লাসে।

ভাবিব সেখানে বসি নরের গরিমা,
কি লয়ে গর্ব্বের আর নাহি থাকে সীমা ;
কেমনে পতঙ্গ হয়ে মাতঙ্গ সমান ;
অহঙ্কারে মাতি সব করে হেয় জ্ঞান।
হে সুন্দরি, যে সৌন্দর্য্য পাইয়া যৌবনে,
ভূমিতলে পদ দিতে ক্লেশ ভাব মনে ;
হে ধনি, যে ধন-বলে গর্ব্বিত বদনে,
কাহাকে মানুষ বলি দেখ না নয়নে ;
হে দাম্ভিক, যে পদের গৌরব করিয়া
আপনারে ভাব সদা দেবতা বলিয়া ;
সে সৌন্দর্য্য, ধন, পদ, কোথায় রহিবে,
এখানে অন্তিমে যবে আসিতে হইবে ?
কিংবা চিন্তা চল করি নিশি জাগরণ,
দর্শন পুরাণ কাব্য করি অধ্যয়ন,
নিদ্রায় অজ্ঞান যবে হইবে সকল
একটী প্রদীপ ঘরে জ্বলিবে কেবল ;
তমোময় ভূমণ্ডল, প্রশান্ত প্রকৃতি,
দূরে দীপালোকে কভু দেখ কি আকৃতি
পড়িব, কি নর ? কেন আসিয়াছে ভবে ?
কোথা হতে আসিয়াছে কোথা যাবে কবে ?
কি জন্ত পর্য্যায়ক্রমে আঁধারে আলোকে ?
কভু হাসে, কভু কাঁদে কি কারণে লোকে ?
কি জন্ত আঁধারে কারো আলোক লুকায় ?
কারো বা দ্বিগুণতর জ্যোতি দেখা যায় ?

৪৭-৪৯ অথবা ভাবিব বিশ্ব কিরূপে জন্মিল ?
স্বতঃ নাকি পরমাণু আসিয়া জুটিল ?
কিংবা কেহ বুদ্ধিবলে পরমাণুদলে,
সাজাইয়া দশ দিকে অপূর্ব্ব কৌশলে,
রবিচন্দ্র তারা আর অবনিমণ্ডল,
জীব সহ করিয়াছে নির্ম্মাণ সকল।
৫০ অথবা কবির সনে পশি তপোবনে
রসময় রামায়ণ শুনিব শ্রবণে।
৫১ কাঁদিব সীতার সহ, শ্রীরামে দেখিব,
লক্ষ্মণে হেরিয়া জন্ম সার্থক করিব।
৫২ রাবণের দশা দেখি করিব রোদন,
রাজনীতি কথা তার শুনিব যখন।
৫৩ সাহসে প্রবেশি কিংবা বদরিকাশ্রমে,
ব্যাসের মধুর বোল পিব সুধাভ্রমে।
শুনিব পাণ্ডব-গুণ-কীর্ত্তন-সঙ্গীত,
মুনিসনে কুরুক্ষেত্রে হৈব উপনীত—
দেখিব বীরেশ ভীষ্মে শরশয্যোপরি,
ধায় সপ্তরথী রড়ে বালকেরে ডরি ;
হেরিব তপন দেবে যেন রাহুগ্রাসে,
নিরস্ত্র যখন কর্ণ রথ-চক্রপাশে।
৫৭-৬১ দেখিব ধাইছে ভীম ভীম গদা হাতে,
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজ পড়িল ধরাতে ;
দেখিব বিজয়ী পার্থে বিক্রমে বিশাল,
সারথীর বেশে যায় রথে নন্দলাল ;

সে কৃষ্ণা দেখিব যার বিগলিত কেশ,
শত ভাই দুর্য্যোধনে করিল নিঃশেষ ;
দেখিব ধর্ম্মের পুত্রে, মাদ্রীর নন্দনে,
দ্রোণাচার্য্য গুরু আর অন্য বীরগণে।
অন্ধরাজ সহ দুঃখে করিব বিলাপ ;
কুরুক্ষেত্রে নারী-দলে দেখি পাব তাপ।
১২ কিংবা ভবভূতি সনে মাধবে * দেখিতে,
প্রবেশ করিব গিয়া শ্মশান ভূমিতে।
১৩ অথবা মধুর-ভাষী কালিদাস সনে,
কাঁদিব অজের দুঃখে প্রিয়ার মরণে।
১৪ কমলে কামিনী কিংবা কালিদহ জলে,
দেখিব. মুকুন্দরাম. তোমার কৌশলে।
১৫ ১৮ এইরূপে কাটাইব তিমির যামিনী,
যতক্ষণ নাহি আসে আলোক কামিনী,
ইন্দ্র দিক পানে উষা. স্বর্ণ বস্ত্র পরা,
হাসিতে আঁধার নাশি কমল-অধরা,
মুকুতা কুসুমমালা ধরণীর গলে,
দোলাইয়া সখীভাবে দিয়া কুতূহলে,
মধুর বিহঙ্গতানে, সুগন্ধ বাতাসে,
জীবকুলে সচেতন করিতে উল্লাসে।)
১৯ | ৭০ কখন নিভৃতে, চিন্তা, বসি তব সনে,
দেখিব প্রকৃতি-শোভা, যখন গগনে ;

* ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধব নামক গ্রন্থের নায়ক "মাধব"।

পবনে জলদে বাধে ভীষণ সমর,
মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদে কাঁপে চরাচর ;
মাঝে মাঝে অস্ত্রানল জলে নভোদেশে,
গরল উগরি রোষে ফেলে যেন শেষে ;
চড় চড় শুন কভু ধনুক টঙ্কার ;
মড় মড় ভাঙ্গে বৃক্ষ নিশ্বাসে দোঁহার ;
লণ্ডভণ্ড ভূমণ্ডল, কাঁপে লোকে ডরে,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ভয়ে লুকান অম্বরে।
৭৪/৭৫ ভাবিব এ যুদ্ধ দেখি সে যুদ্ধের কথা,
যে যুদ্ধে রিপুর দলে দলিতে সর্ব্বথা,
বিবেক ধর্ম্মাস্ত্র লয়ে করেন প্রবেশ,
করিতে জীবনপণে অরাতি নিঃশেষ।
৭৬ অথবা ভ্রমিব কভু সাগরের তীরে,
যেখানে নীলাম্বুরাশি গরজে গম্ভীরে।
৭৭ দেখিব অপর দিকে দৃষ্ট নহে কূল,
কোথা উঠে কোথা ডুবে তরঙ্গের কুল।
৭৮ হেরিব সমুদ্রসনে কৌশলে কেমন,
দূরপানে নীলে নীলে মিশেছে গগন।
৭৯/৮০ ডুবিব ভাবের রসে হেরি এ সকল,
তোমার অনন্ত কাল দেখিব কেবল,
তোমার নাহিক কূল, অসীম অতল ;
জীবন-তরঙ্গ কত তোমার মাঝারে,
উঠিতেছে ডুবিতেছে, কে বর্ণিতে পারে ?

কিংবা যাব পুরাতন মন্দির যথায়,
কালেরে করিয়া হেলা এখনও দাঁড়ায়!
একটি প্রদীপ মাঝে আলো দান করে;
ভাল করি অন্ধকার না ছাড়ে সে ঘরে।
এখনো আরতি কালে দেখিলে সে স্থল,
পুলকিয়া কলেবর হয় নিরমল।
ধূনাধূম বিস্তারিলে সুগন্ধ আঁধার,
সুগম্ভীর ভাবে মন নাহি ভাসে কার?
কার না অনিত্য বোধ হয় এ সংসার?
পরমার্থ পানে চিত নাহি ধায় কার?
হে চিন্তা এরূপে দোঁহে করিব ভ্রমণ;
অলীক আমোদে আর মজিবে না মন।

নিদ্রা।

১

পরিশ্রম ভারে, নিদ্রে, ক্লান্ত জীবগণ
আসিয়া তোমার পাশে লভয়ে বিশ্রাম;
তরুর শাখায় কিংবা কোটরে যেমন
দিবসের অবসানে বিহঙ্গম-গ্রাম;
কিংবা যত শিশুগণ, সুকুমার মতি,
মায়ের কোমল কোলে ক্রীড়ান্তে যেমতি।

২

বহুক্লেশে জর জর অন্তর যাহার,
আঁধার সুন্দর বিশ্ব যাহার নয়নে,
ক্ষণকাল তাহাকেও যন্ত্রণার ভার
ভুলাও, চেতনাহীন করি সেই জনে;
কখন বা মায়া পাতি স্বপ্নযোগে তার,
ভুঞ্জাও বিমল সুখ, জাগি যা না পায়।

৩

দীনের কুটীর কিংবা ধনীর সদন,
দুঃখের আগার কিংবা সুখের আলয়,
জল স্থল কিংবা বন, গহন, বিজন,
রাজার প্রাসাদ, কারাগার তমোময়,
অবনিমণ্ডলে যত স্থান আছে আর,
সর্ব্বত্রই অধিকার আছয়ে তোমার।

৪

সুবর্ণ পালঙ্কোপরি কোমল শয্যায়
শুইয়া, যেমন সুখ পায় ধনিগণ;
তৃণের শয়নে শায়ী তরুর তলায়,
দরিদ্রে সেরূপ সুখ করি বিতরণ,
দেখাও জগতীতলে সকলি সমান,
নিধন কুটিরবাসী কিংবা ধনবান্।

৫

উন্মত্ত যখন নষ্ট নিজ গরিমায়
অমর দেবের তুল্য ভাবে আপনারে,
হরিয়া চেতনা তার স্মরাও তাহায়
সে মানব,—সেও আছে তব অধিকারে।
তারো হবে মৃত্যুপথে করিতে গমন,
যে মৃত্যুর প্রতিকৃতি তুমি সর্ব্বক্ষণ।

৬

হে নিদ্রে, প্রভূত-সুখ-বল-প্রদায়িনী,
তুমিই সকল জীবে কর বলীয়ান্,
দুর্ব্বল হইয়া যবে, শ্রান্তিবিনাশিনী,
শ্রান্তভাবে তব কাছে লয় আসি স্থান।
তুমি সদা পরিশ্রান্ত প্রকৃতির বল
পুনরুদ্দীপনে কর সর্ব্বত্র মঙ্গল।

৭

যেমতি নদীর জল হয়রে সাগর,
পুনরায় দিতে ফিরি করিয়া নির্ম্মল,
বৃষ্টি পথে কিংবা যথা অদৃশ্য নির্ঝর।
সেইরূপ হয় তুমি শ্রান্ত জীব-বল,
অচেতন করি তায়,—দিতে পুনর্ব্বার
চেতনায় সখা, বল বিহীনবিকার।

বালকের মুখ।

১

তামসী নিশায় শেষে দেখিয়া তপনে,
যত না আনন্দে রসে কল্পনা-নলিনী;
গ্রহণান্তে তারাকান্তে নিরখি গগনে,
যত না প্রমোদে মজে চিত্ত কুমুদিনী,
উছলে মানস মাঝে ততোধিক সুখ,
হেরি সরলতাধার বালকের মুখ।

২

সদা তথা খেলে হাসি মানসমোহন,
সিঁছুরিয়া মেঘে যেন বিজলি সুন্দর;
সদা তথা হতে ঝরে মধুর বচন,
সুধাকর হতে যথা সুধার নির্ঝর;
সে আননে প্রফুল্লতা সদা প্রকাশিত,
মনে লয় যেন পদ্ম চির বিকসিত।

৩

নাহি তথা চিন্তাজ্বর বিরামনাশক;
নাহিক কলুষ তথা ধর্ম্ম শান্তি চোর,
নাহি তথা দ্বেষহিংসা, দুরন্ত দংশক
যথা সর্প, সদা পর অপকারে ভোর;
না আছে ছলনা তথা, নাহি কুকৌশল;
শোভে মাত্র নির্দ্দোষিতা কনককমল।

৪

সে মুখের সুমধুর আধ আধ ভাষ
শুনিলে আহ্লাদ যত উথলে হৃদয়ে ;
পারে কি কখন দিতে সেরূপ উল্লাস
গাইয়া গায়ক রাগ-তাল-মান-লয়ে,
অথবা কোকিল-কুল বসন্তাগমনে,
কিংবা ভাল শ্লোকমালা গাঁথি কবিগণে ?

সংসার।

১

এ সংসার দুঃখের আগার।
বিদ্যুতের আভা-প্রায়, কভু সুখ দেখা যায়,
গাঢ়তর পুনরায়—হয় অন্ধকার,
যথা মেঘাচ্ছন্ন নিশাকালে,
সৌদামিনী হাসিয়া লুকালে,
পথহারা পথিকের ঘটে অনিবার।

২

এই শিশু প্রফুল্ল কমল,
মুখে আধ আধ ভাষ, কিবা মৃদু মৃদু হাস ;
দেখ রোগে আসি গ্রাস করিল সকল।
শুকাইল সে শরীর কান্তি ;
সে আনন ছাড়ি গেল শান্তি ;
সেই শিশু কি না, ভ্রান্তি হইল প্রবল।

৩

কেন ফুল এমন সুন্দর,
বিকসিত ধরাতলে, যদি রোগ কীট ছলে,
প্রবেশি আপন বলে পুষ্পের ভিতর,
সে সৌন্দর্য্য বরণ বিমল,
অন্তরিত সুধা পরিমল,
হরিবে বিকটাকার দুষ্ট কালচর ?

৪

মান-মুখ শোক দুর্নিবার,
হৃদয়ে অনল তোর, সুখ আশা শান্তি চোর,
তোর স্পর্শে বিশ্ব ঘোরতর অন্ধকার।
তোর দীর্ঘশ্বাসে ভবতলে,
বিষম আগুণ সদা জ্বলে,
আমোদ প্রমোদ ফেলে করি ভস্মাকার।

৫

পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র পতি,
দুহিতা ভগিনী নারী, বন্ধু আর উপকারী,
কালবশে ক্লেশকারী, সংসারের গতি।
মায়াবলে একের বিরহে.
অন্যের হৃদয় শোকে দহে,
যবে কোন জনে যম হরে দুষ্টমতি।

৬

পতি শোকে কাঁদিছে কামিনী।
বহে চক্ষে নীরধারা, নিরাহারা নিরাধারা,
ধূলিসারা জ্ঞানহারা. দিবস যামিনী,
নাহি অন্ধকার আলো জ্ঞান,
ভেদাভেদ বোধ অবসান,
শূন্যে বাস শূন্য হিয়া বিকলা ভামিনী।

৭

বাড়িতেছে ক্রমশঃ আঁধার।
নবভীম বেশ ধরি, যন্ত্রণার বিভাবরী,
যেন কাল সহচরী গ্রাসিছে সংসার।
দৃষ্ট নহে স্মৃতি সুখতারা,
হৃদয়-গগন-শশী হারা
উষা আসি এ তিমির বিনাশে না আর।

৮

দেখ চাহি এদিকে আবার;
গৃহলক্ষ্মী হারাইয়া, সুখে জলাঞ্জলি দিয়া,
ধরাতলে লোটাইয়া করে হাহাকার;
বিসর্জ্জিয়া প্রেমের প্রতিমা,
দুঃখের নাহিক আর সীমা,
চারি দিকে দেখিতেছে অকূল পাথার।

৯

শোক মেঘে ঢেকেছে আনন ;
কভু চক্ষু মেলি চায়, ক্ষণপ্রভা-প্রভাপ্রায়,
কভু শুন হায় হায় বজ্রের গর্জ্জন ;
ঘন ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস,
বরিষার যেমন বাতাস,
নয়নে নিয়ত করে বারি বরিষণ।

১০

রে মায়া কেমন তোর ছল!
সদা প্রাণ যারে চায়, কেন আনি দিয়া তায়,
হরি নিস্ পুনরায়, করিয়া কৌশল?
কি কারণ এমন বন্ধন,
ত্বরা যার হইবে ছেদন?
করি হেন ভোজবাজি হয় কিবা ফল?

১১

জীবন কি জাগিয়া স্বপন?
আমার আমার বলি, এদিকে ওদিকে চলি।
কেহ যেন লয় ছলি, যা বলি আপন।
যার পানে চাহি একবার,
পরক্ষণে চিহ্ন নাহি তার,
পলকে কালের জলে লুকায় কেমন।

১২

ওই শুন কে কাঁদিছে আর।
কি করি ভাবি না পায়, কাঁদে পুত্র নিরুপায়
"এত দিনে হৈল হায় সংসার আঁধার;
যে পিতা পালিলা এতদিন,
পঞ্চভূতে হইলা বিলীন,
কে আর রাখিবে সুখে এত পরিবার?

১৩

"জগতের নিয়ম কেমন?
লোকে যারে চাহে যত, তাহারি বিপদ তত,
পদে পদে তার কত, ফিরে শত্রুগণ;
মেঘ রাহু ঘুরে অনিবার,
আক্রোশে গ্রাসিতে বারংবার,
রবি চন্দ্র, লোকানন্দ, ভুবন-রঞ্জন।

১৪

"জরা আসি যৌবন বিনাশে;
পশিয়া সৌন্দর্য্য-বনে, রোগ শোক একমনে,
অগ্নি সম প্রতিক্ষণে, বিক্রম প্রকাশে;
কালমুখী চিন্তা ভুজঙ্গিনী,
বল হরে দিবস যামিনী,
সংসার গরলময় করি দীর্ঘশ্বাসে।

১৫

"যে প্রকাণ্ড তরুর শাখায়
শত শত পক্ষিগণ, বাস করে অনুক্ষণ;
পান্থ দল অগণন, যাহার ছায়ায়,
সন্তাপিত তপনের করে,
আশ্রয় গ্রহণ আসি করে;
অশনি কি পড়িবেই তাহারি মাথায়?"

বন্ধুহীন কবি।

১

একাকী, আগ্নেয়দ্বীপ সংসারসাগরে,
অন্তরের অনলের ভাগী কেহ নয়;
সে অনলে কিছু নাহি আলো দান করে;
কাঁপে মন, তাপে তনু চিরদগ্ধ হয়।

২

শুনিয়াছি শমী নাকি বন-সুশোভিনী,
হৃদয় মাঝারে ধনী ধরে হুতাশন;
কেমনে বলনা তবে, কানন-কামিনী,
বাহ্য দেহকান্তি তাহে না করে হরণ?

৩

হে গভীর বারিনিধি, অকূল, অতল
ধরিয়া বাড়বানল অন্তর-অন্তরে,
কেমনে সলিল তব থাকে সুশীতল,
শিখাও সন্তাপতপ্ত দীন হীন নরে।

৪

তুমিও হে জলধর বজ্রাগ্নি জড়িত,
সলিলাত্মা, রাখ কিসে স্নিগ্ধ তব জল?
কেমনে সে বহ্নিজলে না হও তাপিত?
আকাশে স্বধর্ম্ম নাকি ভুলে বজ্রানল?

৫

অগ্নিক্ষেত্র ধরে হৃদে ইরাণ অঞ্চল,
বায়ুর সহায়ে যথা জ্বলে বৈশ্বানর;
দেশ দগ্ধ নহে তাহে। তবে কেন বল,
চিন্তাগুণ চিত্ত দহে? তা কি খরতর?

৬

অন্তরে অনল যার জ্বলে নিরন্তর,
কি করিবে তার কাছে মলয় পবন?
কি করিবে হিমকর সুধার আকর?
কি করিবে সুশীতল অগুরুচন্দন?

৭

সুখদ না তার কাছে পুষ্প-পরিমল,
যবে ঊষা আসি স্বর্ণ-কমল-চরণা,
পূর্ব্বদ্বার খুলি ঢালে কিরণ বিমল,
সঙ্গে ফুল-কুল-গন্ধ, বিহঙ্গ-বাজনা।

৮

আনন্দ-কুসুম, হায়, ফুটে কি কখন
দুঃখের দহনে দগ্ধ শরীর-কাননে?
রসহীন স্থলে কোথা তরুর জনম?
জীবন কি জন্মে কভু অগ্নি-নিকেতনে?

হর্ষ।

এস, এস, হর্ষ প্রফুল্লমুখ,
চিরকাল তুমি নয়ন সুখ ;
আমোদ আহ্লাদ কিংবা উল্লাস,
যে সে নামে তুমি পাও প্রকাশ।
জনক জননী কে তব জানে !
সৌন্দর্য্য কল্পনা কেহ বা মানে।
কেহ বলে তব মাতা প্রকৃতি,
তাই তুমি এত সুন্দরাকৃতি ;
আত্মার ঔরসে কুসুমোদ্যানে
জন্ম তব প্রাতে, কোকিলগানে,
জগতী যখন মোহিত ছিল,
লয়ে সঙ্গে মন্দ মলয়ানিল।
হেরিয়া তোমার রূপের সাজে,
হৃদয় কালিম চন্দ্রমা লাজে ;
গোলাপ পলায় কণ্টকবনে,
হীরক খনিতে রহে গোপনে।
১. তুমিও বাগ্দেবি, ব্রহ্মার সুতে,
করুণা কর মা অজ্ঞান সুতে।
মনের আঁধার হর মা মোর,
মনান্ধ আমি মা দেখি যে ঘোর।
৩ তমোময় ভব হেরেছে যারা
হারাইয়া যায় নয়নতারা,

তাদেরে মা তুমি করিয়া কোলে
ভুলায়েছ দুখ মধুর বোলে,
করেছ অমর বর প্রদান,
হোমর মিলটন তার প্রমাণ।
তেমনি আমায় দেখাও মায়া
দেহ গো জননী চরণছায়া।
লয়ে চল কাব্যসরসী জলে,
তুলিব তথায় ভাবকমলে,
নূতন করিয়া গাঁথিব মালা,
ভাবুকে দেখিয়া বলিবে ভালা।
চল, চল, হর্ষ, সহাস্যাধরে
প্রবেশি প্রত্যূষে পল্লী ভিতরে,
যখন আলোক তিমিরে নাশি
প্রকাশে চৌদিকে সৌন্দর্য্যরাশি,
যখন ভাস্করে হেরিয়া সুখে
ফুলকুল নাচে প্রফুল্ল মুখে,
যখন বিহঙ্গে ধরিয়া তান
মনের আনন্দে বিতরে গান,
আলোকে পুলকে লোক সকলে
আপন আপন করমে চলে।
কোথায় লইয়া গরুর পাল
চরাইতে মাঠে যায় রাখাল;
মৃদু মৃদু স্বরে গাইছে গীত;
মুখে সুখ ঝরে উথলি চিত।

কোথা বা কৃষক লইয়া হল
বেলা হৈল ভাবি ধায় চঞ্চল।
মহিলা নিকরে কথা বার্ত্তায়
কোথা দেখ জল আনিতে যায়।
ক্রমশঃ যেমন হইবে বেলা,
হেরিতে বিনোদ বিলাস মেলা,
চল দ্রুত গতি নদীর কূলে,
যেখানে বালক যুবক কুলে
কত রঙ্গে রত পাবে দেখিতে
হাস্যরসে ভাসি প্রফুল্ল চিতে।
সন্তরণে সুখ অন্তরে কত,
সলিলনিবাসী জীবের মত।
কেহ দেয় ডুব গভীর জলে,
ধরিতে তাহারে ধায় সকলে ;
পরিশেষে চোর পড়িলে ধরা
সকল আনন আহ্লাদে ভরা।
গগনের কেন্দ্রে বসিল রবি,
প্রবল প্রতাপ পাবক ছবি ;
শীতল তরুর ছায়ায় চল ;
বাহিরে থাকিয়া কি লাভ বল ?
চল, চল হর্ষ, নিকুঞ্জবনে ;—
জুড়াইব দেহ বায়ু সেবনে ;
লতাপাতা মাঝে পাখীর গান,
সঙ্গে তাল মারি মধুর তান,

পবন হিল্লোলে নিত্য তরঙ্গে
হেলিয়া দুলিয়া খেলিয়া রঙ্গে,
শ্রবণ বিবরে অমৃত দানে
নব ভাব বলে তুষিবে প্রাণে।
দিবসের ভাটা পড়িবে যবে,
হর্ষ, তব সনে দেখিব তবে,
রাঙ্গা ছবি রবি মোহন বেশে
ডুবিছে কেমনে পশ্চিমদেশে,
গগনে কেমনে জলদদলে
নিমেষে মূরতি সাজ বদলে।
কখন হেরিব মাতঙ্গ বাজি
মেঘের ভিতরে খেলিছে বাজি;
কভু নিরখিব পর্ব্বতমালা
সুবর্ণ শিখরে শোভিছে ভালা;
কখন দেখিব তুষার রাশি
পড়িতেছে যেন গলিয়া হাসি;
কোথায় হেরিব তরুর শ্রেণী
পরিয়াছে সৌরকিরণ বেণী।
ভাসিব এরূপ আমোদ রসে,
যাবত না আসে প্রেমের বশে
ধরণীর সখী সন্ধ্যা সুন্দরী,
মলয় মারুত বাহনোপরি,
শীতল করিতে আলির হিয়া
অমিয়ের ধারা ঢালিয়া দিয়া।

যতক্ষণ থাকে সন্ধ্যার ভাতি,
গগনে জ্বলিতে আরম্ভে বাতি,
যাব যথা সব বালকে মেলি
আমোদে উন্মত্ত ডু ডু ডু খেলি।
খেলকের থাকে যাবত শ্বাস
সকলে তাহারে করে তরাস ;
তাহার পরশে পড়িবে মারা,
তাহাতে কিছুতে নাহিক চারা,
যদ্যপি পারে সে ফিরিতে ঘরে,
যদি কেহ নাহি আসিয়া ধরে।
কুণ্ডলী করিয়া খেলক দোরে,
অন্যে ভাবে কি সে ধরিবে চোরে।
পাকে পাকে নব ব্যূহের মত
পরিক্রম করে আক্রান্ত যত।
কেহ বা সহসা সাহস করি
খেলকে ফেলিল কৌশলে ধরি।
ধৃতার সাহায্যে ধাইল সবে,
আনায়ে মরিল মৃগেন্দ্র তবে।
ক্রমশঃ বাড়িলে নিশার ঘটা,
গগনে ফুটিলে তারার ছটা,
সতেজ স্বরূপ কমলকুল
আকাশ সরসে, ভবে অতুল ;
দেখিব কেমনে উদয়াচলে
জলদে ভেদিয়া বাহিরে বলে

কুমুদবিলাসী যামিনীপতি,
হাসিয়া হাসিয়া সুমন্দ গতি,
চন্দ্রিকাভূষণ বিতরি ভবে
রজত রঞ্জনে রঞ্জিয়া সবে,
কখন আবার বারিদবনে
লুকায় আড়ালে মধুরাননে,
জানিতে যেন সে পুনঃ আঁধারে
পড়ে কি না নিশা বিরহভারে।
কিম্বা চল, হর্ষ, যাই সেখানে
বালক যুবক মেলি যেখানে
এক তান মনে শুনিতে রত
উপন্যাস কথা মনের মত।
কখন অন্তরে চমক উঠে;
কভু প্রফুল্লতা বদনে ফুটে;
জড়সড় প্রায় কখন ভয়ে;
কভু অশ্রু বহে করুণোদয়ে;
কভু আশাজ্যোতি বিকাশে মুখে;
কভু আস্য ঢাকে নিরাশা দুখে;
কখন লোমাঞ্চ শরীরে ছুটে,
কভু শান্তিভাব আসিয়া জুটে;
কখন ক্রোধের উদয় মনে,
অনল নিকলে যেন নয়নে;
কভু বা ঘৃণার দেখ সঞ্চার;
কভু খুলি যায় সাহসদ্বার।

কথন যুবার আননাকাশে
নূতন ভাবের আভা প্রকাশে।
কিম্বা চল, হর্ষ, বিবাহালয়ে
বড় ধূম বরকন্যায় লয়ে!
আলোক জ্বলিছে, পুড়িছে বাজি,
খেলিছে চৌদিকে আমোদরাজি।
মহা সমারোহ, লোকের জাঁক,
বাদ্যের হিল্লোলে লাগয়ে তাক।
কোথায় নর্ত্তকী নাচিছে রঙ্গে।
বাজনা গানের তালের সঙ্গে।
অথবা চলনা যাই তথায়,
যেখানে নাটক কিংবা যাত্রায়
কখন হাসায় কাঁদায় কভু,
হইয়া যেন রে হৃদয়প্রভু।
কখন হেরিব গোপিনীদলে
কালিন্দীর কূলে তমালতলে
হাসিছে, খেলিছে, মুরলীধর,
শিখিপুচ্ছ চূড়া মস্তকোপর।
কখন দেখিব যজ্ঞের দ্বারে
ভাসে ব্রজবালা নয়নাসারে;
প্রবেশিতে মাঝে না দেয় দ্বারী,
ব্যাকুলা বিপদে গোপের নারী।
কভু রাজপাটে হেরিব রামে,
ভুবনমোহিনী জানকী বামে;

কভু অনাথিনী মলিন বেশে
দেখিব সীতায় কাননদেশে।
কখন দক্ষের যজ্ঞের নাশ ;
কখন জগতে গঙ্গা প্রকাশ ;
কখন প্রহ্লাদ, ধ্রুব কখন,
কভু শম্ভুবীর, কভু রাবণ ;
সুভদ্রা, উর্ব্বশী, বিদ্যা, মালতী,
শকুন্তলা, কৃষ্ণা, শর্ম্মিষ্ঠা সতী,
কিংবা রত্নাবলী সিংহলসুতা ;
কিংবা সুলোচনা কলঙ্কযুতা ;
কভু পুরাতন, কভু নূতন,
বিবিধ বিষয়ে মজিবে মন।
এই রূপে হর্ষ তোমার সনে
ভ্রমিয়া নিয়ত ভবভবনে,
নির্দ্দোষ আমোদে রহিব রত
গাইয়া তাঁহার গুণ ভকত,
যাঁহার প্রসাদে সংসার মেলা
হয়েছে এমন সুখের খেলা।

কাল।

अनादिनिधनः कालः रुद्रः सङ्कर्षणः स्मृतः ।
कलनात् सर्व्वभूतानां कालोऽयं परिकीर्त्तितः ॥

১

সুন্দর বনেতে অরণ্য উজলি,
মন্দগতি চলে বৃদ্ধ মহাবলী,
লোচনযুগলে ছুটিছে বিজলী,
হাসিতে প্রখর ভাস্করপ্রভা
শ্বেতকেশাবলী শিরে সুশোভিত
ধবল যেমতি তুষারে মণ্ডিত,
চরণের ভয়ে মেদিনী কম্পিত,
আকাশে উঠেছে রূপের আভা।

২

ক্রমে অগ্রসরি সভয় অন্তরে,
কহিলাম আমি সুবিনীত স্বরে,
"কে আপনি? কেন এ ঘোর প্রান্তরে?
বলুন এ দীনে করুণা করি।"
উত্তেজিততনু সহসা সমীরে,
অম্বুনিধি যথা, গরজে গম্ভীরে,
ধবল তরঙ্গ কাঁপাইয়া শিরে,
বহিল সবেগে বাক্য-লহরী।

৩

"একি অসম্ভব, চিন না আমারে ?
আমারে চিনে না কে আছে সংসারে ?
সকলেই প্রজা মম অধিকারে,
সকলেই জানে মম শকতি।
নীচে রেণুরাশি পড়ি পদতলে,
উপরে জ্যোতিষ্ক গগনমণ্ডলে,
সজীব নির্জীব যা আছে যে স্থলে,
সদা মম পদে করে প্রণতি।

৪

"আমার প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত,
তরু-লতা-রূপে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত,
ক্রমে পল্লবিত, ক্রমে কুসুমিত,
ক্রমে পরিণত সবীজ ফলে ;
আমার প্রতাপে সব বৃদ্ধি পায়,
ক্ষয় প্রাপ্ত পরে হয় পুনরায় ;
যার যত শোভা আমার কৃপায়,
আমি গড়ি, আমি ভাঙ্গি, সকলে।

৫

"লোচননন্দন হৃদয়রঞ্জন,
তরুণ তরল মধুর যৌবন,
লীলারঙ্গ কত সঙ্গে সুশোভন,
মম প্রকাশিত অবনিতলে,

আমিই আবার করি ছার খার,
লুটাইয়া দেই সুখের ভাণ্ডার,
আলোক আলয় করি অন্ধকার,
সুধা পরিণত করি গরলে।

৬

"বিপদ সম্পদ অধীন আমারি ;
ভূপালেরে করি কখন ভিখারী.
কভু ভিখারীরে রাজটীকাধারী,
যখন যেমন আমার মন ;
কখন ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত ধনীরে
ভাসাই দারিদ্র্য-সাগরের নীরে ;
দরিদ্রে তুলিয়া সৌভাগ্যের তীরে
রতনে রঞ্জিত করি কখন।

৭

"সকলের গর্ব্ব চূর্ণ আমি করি ;
রূপমদমত্তা যৌবনে সুন্দরী,
চিররণজয়ী বিক্রমকেশরী,
রূপশক্তিহীন মম পরশে ;
অবনিতে যারা লোকের প্রধান,
তিলসম করি আনি এক স্থান,
মিশাই চাষার সনে হরষে।

৮

"বহুরাজ্য রাজা পদতলে নত,
বিপুল সাম্রাজ্য, সুসভ্য, উন্নত,
বীরপ্রসবিতা, জয়োল্লাসে রত,
আমার নিশ্বাসে কোথা গিয়াছে !
সুশিক্ষিত সেনা সমরে অটল,
রাজনীতিবেত্তা অশেষকৌশল,
সুরম্য প্রাসাদ তুষারধবল,
কোথা লুপ্ত কত চিহ্ন কি আছে ?

৯

"এ ভারতভূমে বীরমদে মাতি
জয়কেতু তুলিআসি আর্য্যজাতি,
দস্যুদলে দলি বিস্তারিলা খ্যাতি
হিমাদ্রি হইতে সমুদ্রকূলে ;
সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান জাগিল,
শোভাকর শিল্প গিরি পরাজিল,
ধর্ম্মের প্রভাবে পৃথিবী কাঁপিল,
সভ্যতা সম্পদ উঠিল ফুলে।

১০

"এ সব গৌরব কোথা লুকাইল ?
নবতেজভরে যবন আইল,
জেতা আর্য্যগণে যুদ্ধে হারাইল,
দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধিল সবে।

যবনের নাম ব্যাপিল মহীতে,
বিজয়-পতাকা উড়িল চৌভিতে,
কীর্ত্তিস্তম্ভ কত লাগিল উঠিতে,
অন্যের মহিমা ডুবিল রবে।

১১

"প্রকাণ্ড পর্ব্বত পৃথিবীবিস্তৃত,
শত শত শৃঙ্গ আকাশে ধাবিত,
বিজলী মেখলা কটিতে শোভিত,
মম পদভরে গলিয়া যায়;
অমনি সেথানে উঠি হুহুঙ্কারি
অলংঘ্য জলধি সুগভীর বারি
অকূল অতল ভীম পবনারি
গরজি আমার মহিমা গায়।

১২

"উচ্চে করি নীচ, জলে করি স্থল,
নীচে করি উচ্চ, স্থলে করি জল,
সবলে দুর্ব্বল, দুর্ব্বলে সবল,
আলোকে আঁধার, আঁধারে জ্যোতি;
কাননে নগর, নগরে কানন,
দুখের আলয়ে সুখের সদন,
সুখপূর্ণ গেহে দুখনিকেতন,
নিত্য আবর্ত্তনে আমার মতি।

১৩

"আমাতে উদয়, আমাতে বিলয়,
যেখানে যা আছে সকলেরি রয়,
আমাতে সকলি প্রকাশিত হয়,
আমার শরীরে শোভে জগৎ,
আকাশ নক্ষত্র অবনিমণ্ডল
রবি ধূমকেতু শশী গ্রহদল
মম অঙ্গে দেখ ভাসিছে সকল,
জলে জলবিম্ব সম তাবৎ।

১৪

"নাহি মম আদি, নাহি অন্ত মম,
না জানি বিকার; নিত্য, সত্য, সম;
আমি বিশ্বম্ভর, আমি বিশ্বদম,
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানেতে।
নিরন্তর আমি জগতে জড়িত,
অথচ তাহাতে না হই মিশ্রিত;
আমার আশ্রয়ে সকলে আশ্রিত,
সকলি শঙ্কিত মম নামেতে।"